(নাটক)

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৬০

প্রকাশ করেছেন : শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট,

কলিকাতা—১২

ছেপেছেন : শ্রীতড়িৎকুমার চট্টোপাধ্যায়

চন্দ্রনাথ প্রেস

১৬৯, ১৬৯।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

কলিকাতা—৬

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ :

ভারত ফটোটাইপ ষ্টুডিও

প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা :

আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

বেঁধেছেন : বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

এক টাকা চার আনা

—আমার প্রথম নাটক আমার

মা বাবার চরণেই

তুলে দিলাম—

—নাটকে বর্ণিত চরিত্র—

লক্ষ্মণসিংহ—চিতোরের মহারানা

ভীমসিংহ—	(ঐ)	...	খুল্লতাত
অরিসিংহ—	(ঐ)	...	জ্যেষ্ঠপুত্র
অজয়সিংহ—	(ঐ)	...	কনিষ্ঠপুত্র
গোরা—	(ঐ)	...	সৈনাধ্যক্ষ
বাদল—	(ঐ)	...	অনুচর
সুরদাস—	(ঐ)	...	বৈতালিক
আলাউদ্দীন—		...	দিল্লীর পাঠান সম্রাট
রুকনউদ্দীন—		...	ভূতপূর্ব্ব সম্রাট জালালউদ্দীনের পুত্র।
জোহানখাঁ—	(ঐ)	...	সৈন্যাধ্যক্ষ
আল্লবকস্—	(ঐ)	...	পাঠান সৈন্য
রহমৎ—	(ঐ)	...	ঐ
সোলেমান—	(ঐ)	...	ঐ

বান্দা, ও পাঠানসৈন্যগণ।

রাজপুত সর্দ্দার, রাজপুত সৈন্যগণ

মহাদেবী	...	রানা লক্ষণসিংহের স্ত্রী
পদ্মিনী	...	ভীম সিংহের স্ত্রী
চম্পা	...	গোরার বাকদত্তা রাজপুত নারী
চন্দ্রা	...	চম্পার সখি

রাজপুত রমণীগণ, নর্ত্তকীগণ ও সুরদাসের পৌত্রী চৈতালী

পদ্মিনী

—ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত—

প্রথম অভিনয় রজনী—বৃহস্পতিবার, ২রা এপ্রিল, ১৯৫৩,

১৯শে চৈত্র   ১৩৫৯

নেপথ্যে থেকে সংগঠনে যাঁরা সাহায্য করেছেন

সত্ত্বাধিকারী—শ্রীসলিলকুমার মিত্র বি, কম্‌

অধ্যক্ষ্য ও প্রয়োগশিল্পী—শ্রীমহেন্দ্র গুপ্ত, এম-এ

সুরশিল্পী—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাস

(ঐ) সহকারী—শিশির চক্রবর্ত্তী

নৃত্যশিল্পী—শেফালী দত্ত ও মেনকা দত্ত

মঞ্চশিল্পী—শ্রীবঙ্কিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মঞ্চ তত্ত্বাবধায়ক—শ্রীঅনিলকুমার বসু

স্মারক—শ্রীমণিমোহন চট্টোপাধ্যায়, মণি চট্টোপাধ্যায় ও বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

রূপসজ্জাকর—শ্রীবটকৃষ্ণ দে, বিজয়কুমার ঘোষ, ফেলারাম দাস সুবোধ মুখার্জ্জি, গদাধর দাস, সত্যেন সর্ব্বাধিকারী

যন্ত্রীসজ্ঘ—শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কমল বন্দ্যোপাধ্যায়, মিহির মিত্র, মুরারী রায়, শিশির চক্রবর্ত্তী, মাখন মুখোপাধ্যায় ও অনিলবরণ রায়।

প্রথম অভিনয় রজনীতে যারা মঞ্চে আত্ম প্রকাশ করেছেন

আলাউদ্দীন—শ্রীমহেন্দ্র গুপ্ত, এম-এ,
রুকনউদ্দীন—শ্রীফাল্গুনী ভট্টাচার্য্য
জোহানখাঁ—শ্রীসত্য পাঠক
আল্লাবক্স্—শ্রীশান্তি দাশগুপ্ত
রহমৎ—শ্রীরঞ্জিৎ ঘোষ
সোলেমান—শ্রীপ্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায়
বান্দা—শ্রীতারক ঘোষ
মুন্সী—শ্রীবিষ্টু সেন
লক্ষ্মণসিংহ—শ্রীসন্তোষ দাস
ভীমসিংহ—শ্রীমিহির সরকার
অরিসিংহ—শ্রীবলাই গরাই
অজয়সিংহ—শ্রীভূপেন্দ্রমোহন চৌধুরী
গোরা—শ্রীমিহির ভট্ট্যাচার্য্য
বাদল—শ্রীপ্রভাত বোস
সুরদাস—শ্রীশিশির চক্রবর্ত্তী
রাজপুত সর্দ্দারগণ—শ্রীগোপাল ভট্ট্যাচার্য্য ও পঞ্চানন ভট্ট্যাচার্য্য

* * *

মহাদেবী—শ্রীমতী বন্দনাদেবী
চম্পা—শ্রীমতী রাণীবালা
পদ্মিনী—শ্রীমতী শেফালী দত্ত
চন্দ্রা—শ্রীমতী মেনকা দত্ত
মীরা—শ্রীমতী আঙ্গুরবালা
পিয়ারীবেগম—শ্রীমতী ফিরোজাবালা
চৈতালী—শ্রীমতী কল্যাণী দেবী

দু'টি কথা

সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত—সেই দিক হ'তে 'পদ্মিনী' নাটকখানি আমার প্রথম নাট্য প্রচেষ্টা। রাজস্থানের ঐতিহাসিক পদ্মিনীর উপখ্যানকে কেন্দ্র করে আমি যে নাটক রচনার প্রয়াস পেয়েছি তাকে পুরোপুরি ঐতিহাসিক মর্যাদা দিয়ে ঐতিহাসিক নাটকের পর্যায়ে ফেললে আমার প্রতি সত্যিই অবিচার করা হবে। কারণ ইতিহাস ইতিহাসই এবং নাটক—নাটকই। নাট্যরসকে সাহিত্যের মর্যাদা দিতে গিয়ে বহুক্ষেত্রেই আমার পক্ষে সুষ্ঠুভাবে ইতিহাসকে মেনে চলা সম্ভব হয়নি। তাই আমার অনুরোধ পদ্মিনী নাটকটিকে যেন নাটক হিসাবেই গণ্য করা হয়। সাহিত্য হিসাবে নাটক রচনা করে সেই নাটককে রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করতে হলে কার্যক্ষেত্রে বহু অসুবিধার সম্মুখীন হ'তে হয় এবং সেই দিক হ'তে আমার মতে নাট্যকার ও মঞ্চের প্রয়োগকর্তার মধ্যে যদি একটা আপোষ বোঝাপড়া না থাকে নাটককে অভিনয়ের দিক হ'তে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলা দুঃসাধ্য হ'য়ে ওঠে। মঞ্চের টেকনিক ভিন্ন কোন নাট্যকারের পক্ষেই নাটক রচনাকালে ঐ জটিল টেকনিককে সর্বদা মনে রেখে নাটক রচনা করা যেমন সম্ভবপর নয় তেমনি মঞ্চে অভিনয় কালে মঞ্চের দাবী অনুযায়ী ও প্রয়োজনে যদি নাট্যকার মঞ্চের প্রয়োগকর্তার সঙ্গে মিলিত আলোচনার দ্বারা আবশ্যকীয় পরিবর্জন ও পরিবর্দ্ধনের ব্যাপারে উদার মনোভাবাপন্ন না হন সে নাটককে মঞ্চে সাফল্যমণ্ডিত করাও তেমনি কষ্টসাধ্য। তবে নাটকের রস ও বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে নাটককে মঞ্চে সঠিক রূপদানের ব্যাপারে নাট্যকার ও প্রয়োগকর্তার উভয়ের দায়িত্বই যে সমান এই কথাটি উভয় পক্ষ স্মরণ রাখলেই সাহিত্য ও মঞ্চ কোন পক্ষেরই মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে না।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—চিতোর।

[যবনিকা উত্তোলিত হলে দেখা গেল নিচ্ছিদ্র অাঁধারে সমগ্র মঞ্চ যেন থম্ থম্ করছে। নেপথ্যে :—যন্ত্র-সঙ্গীতে শোনা যাবে একটা ক্রন্দনের করুণ সুর। ক্রমে ঈষৎ নীলাভ আলোয় মঞ্চ স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে উঠবে। এবং সেই ক্রন্দনের সুর যাবে মিলিয়ে—তারপর সহসা যেন চাপা দীর্ঘ-শ্বাসের মত একটা কণ্ঠস্বর শোনা যাবে।]

ম্যয় ভুখা ! ম্যয় ভুখা হুঁ !

লক্ষণ সিংহ। কে ? কে কথা বলে !

[নীলাভ আলোটা ক্রমে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে, এবারে দেখা যাবে চিতোরের বৃদ্ধ মহারাণা লক্ষণ সিংহের বিশ্রাম-কক্ষ, এককোণে আরাম-কেদারার 'পরে মহারাণা অর্ধশায়িত ভাবে বিশ্রামরত। দুটি চক্ষু মুদ্রিত। কক্ষের দেওয়ালে পূর্বপুরুষদের তৈলচিত্র সব বিলম্বিত এবং ঢাল তলোয়ার অস্ত্রাদি টাঙ্গানো আছে। আবার সেই চাপা কণ্ঠস্বর শোনা গেল।]

ম্যয় ভুখা ! ম্যয় ভুখা হুঁ !

(সহসা তন্দ্রা ভঙ্গে মহারাণা ত্রস্তে উঠে বসেন)

লক্ষণ সিংহ। না ! না—না ! (মহারাণার চক্ষে ভীতি ও শঙ্কিত দৃষ্টি) স্তব্ধ হও— স্তব্ধ হও—আমি শুনতে পারি না। আমি শুনতে পারি না। কে ? কে তুমি ? কেন কাঁদ ! কেন কাঁদ !

(মহারাণী এসে ত্রস্ত ব্যাকুল পদে কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং মহারাণার নিকট গিয়ে—)

মহারাণী। কি ! কি হলো প্রভু ! অমন করছো কেন ?

লক্ষণ সিংহ। ঐ ! শোনো রাণী সেই কণ্ঠস্বর ! কি ! কি ও বলতে চায় ?

মহারাণী। কই ! কার কণ্ঠস্বর !

লক্ষণ সিংহ। শোন! কান পেতে শোনবার চেষ্টা কর শুনতে পাবে! প্রতি রাত্রে আমি শুনতে পাই—নিশুতি রাত্রে চারিদিকে যখন নিঝুম হয়ে আসে—অদেহী কণ্ঠের চাপা এক আর্তস্বর আমি শুনতে পাই। সর্বাঙ্গ আমার হিম অসাড় হয়ে যায়।

মহারাণী। ও তোমার ক্লান্ত দুর্বল মস্তিষ্কের কল্পনা মাত্র।

লক্ষণ। কল্পনা! না! না—কল্পনা নয় রাণী, কল্পনা নয়। স্পষ্ট! স্পষ্ট আমি দেখতে পাই কারা যেন ছায়ামূর্তির মত দিবারাত্র আমার চতুস্পার্শে ঘুরে বেড়ায়। ঘুমুতে চেষ্টা করি, চক্ষু বুজলেই দেখি—কালো আকাশের পটে বিভীষণা এক নারীমূর্তি! কৃষ্ণ সর্পের কত এলায়িত তার কৃষ্ণ কেশপাশ—গলে রুধিরাপ্লুত নরমুণ্ডমালা, এক হস্তে রক্তাক্ত খড়্গ অন্য করে ধৃত খর্পর! জলন্ত চক্ষে অগ্নিসম দৃষ্টি! বলে, দে! দে! দে! দিতে হবে! সর্বস্ব! সর্বস্ব দিতে হবে—এ তারই নির্মম কঠোর ইঙ্গিত।

মহারাণী। কি বলছো তুমি?

লক্ষণ। সূর্যবীর্য হতে জন্ম এ বংশের প্রথম পুরুষ—শিলাদিত্যের, মা ভবানীর আশীর্বাদী খড়্গধারী মহাতেজা, বাপ্পা, মহারাজ খোমন সূর্য-রশ্মির মত পবিত্র যে বংশ সেই বংশের পৌরুষ আজ ক্লীবত্বে ক্লিষ্ট—অনাচারে মৃতপ্রায়, পাপে নিমজ্জমান।

মহারাণী। পাপে!—

লক্ষণ। হাঁ পাপে! বীর্যশুল্কা চিতোরের রাজবংশের রক্তে এসেছে আজ পাপের পঙ্কিলতা, নিষ্ঠা, শৌর্য, বীর্য, সংযম, আজ সব—সব কিছু শিকারব্যসনে, সুরায়, নর্তকীর নূপুরে গ্রাস করেছে। নিস্তার নেই রাণী! কারো নিস্তার নেই! নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যাবে এ বংশ—মিলিয়ে যাবে তমিস্রার অতল কালো গর্ভে।

মহারাণী। না, প্রভু না! আমি আবার বলছি এ, তোমার দুর্বল

মস্তিষ্কের কল্পনা মাত্র। তা ছাড়া বেশতো—সত্যই যদি মনে তোমার কোনো অমঙ্গলের আশঙ্কা ছায়াপাত করে থাকে, চিতোরেশ্বরী মা ভবানীর মন্দিরে ষোড়শোপচারে পূজা দাও, মায়ের আশীর্বাদে সর্ব অমঙ্গল দূরে যাবে।

লক্ষণ। হ্যাঁ, পূজা দিতে হবে। ষোড়শোপচারে, ফুল বিল্বপত্রে নয়—প্রায়শ্চিত্ত হবে রক্ত দানে, সমগ্র জাতির বক্ষরক্ত দানে। এ মহা পাপের প্রায়শ্চিত্ত একমাত্র বক্ষরক্ত দানে।

মহারাণী। (চীৎকারে) বক্ষরক্ত!

লক্ষণ। হ্যাঁ, বক্ষরক্ত দানে! [সহসা ঠিক যেন ঐ সময়ে আবার সেই অনৈসর্গিক কণ্ঠস্বর শোনা গেল]

'ম্যয় ভূখা! ম্যয় ভূখা হুঁ!'

লক্ষণ। ঐ! ঐ শোন রাণী! ঐ শোন! আবার! আবার সেই চাপা আর্তনাদ! তোমরা শুনতে পাও না—কিন্তু আমি শুনতে পাই, শয়নে, স্বপনে, জাগরণে অহোরাত্র, মৃত্যুর মত ভয়ঙ্কর ঐ প্রত্যাদেশ. রক্ত দে! রক্ত দে!

[নেপথ্যে সহসা এমন সময় বৈতালিক সুরদাসের গান শোনা গেল]

[নেপথ্যে সুরদাসের গীত]

রক্ত দেরে! রক্ত দে
চিতোরেশ্বরী মহাকালী ওই
তৃষিত রসনা মেলেছে!

(গান শুনেই আর্তস্বরে চীৎকার করে ওঠেন লক্ষণ সিংহ পাগলের মতই)

লক্ষণ। থামাও! থামাও বৈতালিক; থামাও তোমার ও গান! আমি শুনতে পারি না! শুনতে পারি না ঐ গান! বন্ধ কর! বন্ধ করো বৈতালিক, বন্ধ কর!

[দ্রুত চঞ্চলপদে লক্ষণ সিংহের কক্ষান্তরে প্রস্থান ও অন্য দ্বার দিয়ে ভীমরাণার প্রবেশ]

ভীমরাণা। কি, কি হলো মহাদেবী ? মহারাণা অমন করে কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন কেন ?

মহারাণী। কি যে ওঁর হয়েছে কিছুই বুঝতে পারছি না, ভীমরাণা। কিছু দিন যাবৎ যেন অত্যন্ত চিন্তিত চঞ্চল হয়ে উঠেছেন—

ভীমরাণা। আমার দৃষ্টিকেও তা এড়ায়নি মহাদেবী! দীর্ঘকাল রাজকার্যে ক্লান্ত—ওঁর বিশ্রামের প্রয়োজন। জ্যেষ্ঠপুত্র অরিসিংহ বয়োঃপ্রাপ্ত হয়েছে—এবার তাকেই সিংহাসনে বসিয়ে—

মহারাণী। একথা আমি নিজেও তাঁকে বহুবার বলেছি ভীমরাণা, কিন্তু—

ভীমরাণা। কি মহাদেবী ?

মহারাণী। তিনি বলেন অরিসিংহ বয়োঃপ্রাপ্ত হলেও বুদ্ধি ও চাতুর্যে এখনও বালকমাত্র।

ভীমরাণা। বালক! তা বেশত, একা তো অরিসিংহ-ই নয়— দ্বাদশটি বয়োঃপ্রাপ্ত কুমার বর্তমান—তাদের মধ্যে যে কোন একজনকে—

[অকস্মাৎ মহারাণা লক্ষণ সিংহের প্রবেশ]

লক্ষণ। হ্যাঁ—দ্বাদশটি কুমার বর্তমান! সত্যিই ত, তবে আর দুশ্চিন্তা কিসের আমার ? কিন্তু ভীমরাণা—এ বংশের ভাগ্যাকাশে অলক্ষ্যে যে প্রচণ্ড ঝড়ের সংকেত ঘনিয়ে উঠেছে, শুধু দ্বাদশটি কুমারই নয়—আমি আপনি কেউ—কেউ সেই অবশ্যম্ভাবীকে রোধ করতে পারবে না। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সব ধুয়ে মুছে নিঃশেষ হয়ে যাবে—

ভীমরাণা। মহারাণা!

লক্ষণ। শিলাদিত্যের পাপে—আশিমণি সূর্য মন্দির, শিলাদিত্যের একমাত্র ভগিনীকে নিয়ে অন্ধকার পাতাল গর্ভে তলিয়ে গিয়েছিল—আজ আমাদের পাপে এ বংশও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আকাশে জেগেছে আজ তারই পূর্ব সংকেত অমোঘ কঠিন!

ভীমরাণা। মহারাণা, পরিশ্রান্ত আপনি!

লক্ষণ। অনেক রক্তপাতে, অনেক প্রাণের বিনিময়ে আসমুদ্র-হিমাচল বিস্তৃত এ রাজ্যের পত্তন হয়েছিল—একমাত্র চিতোর ব্যতীত বহু বিস্তীর্ণ সে ভূখণ্ডের সবটুকুই আজ পাঠান বাদশার কুক্ষিগত।

ভীমরাণা। সমগ্র রাজস্থানের মুকুটমণিই চিতোর, সে তো আজও আমাদেরই হস্তগত মহারাণা।

লক্ষণ। সে মুকুটমণিও এবারে যাবে ভীমরাণা!

ভীমরাণা। সাধ্য কার! যতক্ষণ চিতোরের একজন রাজপুতও জীবিত আছে!

লক্ষণ। নিয়তি! ভীমরাণা, নির্মম, কঠোর নিয়তির ছদ্মবেশে আসছে মহাকালের রুদ্র অভিশাপ! আমি—আমি যে দেখেছি সে কালোছায়া—রক্তাক্ত লোলজিহ্বা, রক্তচক্ষু! প্রসারিত বুভুক্ষিত শীর্ণ বাহু! গ্রাস করবে রাণী! সব! সব গ্রাস করবে। আমি যে তার পদশব্দ শুনতে পাচ্ছি। সে আসছে! সে আসছে! এ মিথ্যা নয়, এ মিথ্যা হবার নয়!

(চঞ্চল পদে লক্ষণ সিংহের পুনঃ প্রস্থান)

মহারাণী। কি হবে ভীমরাণা?

ভীমরাণা। চিন্তিতা হবেন না মহাদেবী। আপনি যান মহারাণার নিকট, কিছুকাল বিশ্রাম নিলেই উনি আবার সুস্থ হয়ে উঠবেন। ভাবছি কিছুদিনের জন্য ওঁকে কৈলোর কেল্লায় প্রেরণ করবো—সেখানকার শান্তস্নিগ্ধ পরিবেশে কিছুকাল অবস্থান করলেই অচিরে সুস্থ হয়ে উঠবেন।

মহারাণী। তাহলে শীঘ্র সেই ব্যবস্থাই করুন ভীমরাণা।

ভীমরাণা। আপনি মহারাণার কাছে যান মহাদেবী, মনের এই অবস্থায় তাঁর একা থাকা সংগত হবে না। আমি যাই, মহামাত্যের সঙ্গে পরামর্শ করে এর একটা ব্যবস্থা করি।

(দুজনের দুদিকে প্রস্থান। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে গেল।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[চিতোর প্রান্তে নির্জন সংকীর্ণ পথ। অন্ধ বৈতালিক সুরদাস গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করে—সঙ্গে হাত ধরে তার নাতনী চৈতালী।]

গীত

রক্ত দেরে রক্ত দে!
চিতোরেশ্বরী মহাকালী ওই
তৃষিত রসনা মেলেছে!

(গানের দুটি লাইন শেষ হতে না হতেই চৈতালী বাধা দেয়)

চৈতালী। দাদু! দাদু!

সুরদাস। হ্যাঁ!—

চৈতালী। ও গান আর গেও না দাদু! মহারাণার কানে গেলে—

সুরদাস। সুরদাস প্রাসাদের মায়া চিরজন্মের মত ত্যাগ করে এসেছে দিদি! দাসত্বের কোন বন্ধনই নেই, বৈতালিক সুরদাস আজ আর চিতোরের মহারাণার বেতনভুক বৈতালিক নয়, আজ সে সমগ্র জাতির—চিতোরবাসীরই একজন। তাই আজ এই মহা দুর্দিনে যে গান প্রাণে আমার জেগেছে, সে গান যে আমায় গাইতেই হবে দিদি!

চৈতালী। না না দাদু! ও গান তুমি গেও না!

সুরদাস। মহাপাপের পঙ্কিলতায় আজ সূর্যবংশের মতিচ্ছন্ন হয়েছে। নিস্তার নেই দিদি! নিস্তার নেই! আমারও কর্ণে তাই এল রুদ্রের আহ্বান। সমস্ত অন্তর আজ আমার তাই সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে উঠেছে। একে রোধ করবার চেষ্টা করিসনে ভাই, চেষ্টা করিস নে। যে গান আজ অন্তরকে আমার ছাপিয়ে যেতে চায় তাকে গাইতে দে! গাইতে দে! গা! তুইও আমার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে গা!

গীত

জড়িমা জড়িত মদির নয়নে
লুটাল যে দেশ মরণ-শয়নে
মহারিনাশের কাল ধূমকেতু
সংহার দীপ্তি ফেলেছে ॥
গৌরব-রবি ওই ডুবে যায়
প্রলয় মেঘের আঁধারে
শোণিত অর্ঘ্যে নবীন প্রভাত
ফিরায়ে আনিতে কে পারে ?
করালী যে চায় শোণিতাঞ্জলি
পূজাবেদী তলে লাখো প্রাণ বলি—
ভৈরব আজ ঋত্বিক হয়ে
মারণ যজ্ঞ জ্বেলেছে ॥

[গান গাইতে গাইতে সুরদাস ও চৈতালীর প্রস্থান। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে গেল।]

তৃতীয় দৃশ্য

(দিল্লী : পাঠান বাদশা আলাউদ্দীনের প্রাসাদ-অলিন্দ।)

[অলিন্দের চতুষ্পার্শ্বে মীনা ও জাফরী করা প্রাচীর বেষ্টনী। অলিন্দের একদিকে অন্দরমহলের কিছুটা দেখা যায়, কিংখাবের সাটিনে মোড়া উঁচু আসনে উপবিষ্ট পিয়ারী বেগম, নর্তকীরা নৃত্য করিতেছে। বাদশা আলাউদ্দীন প্রবেশ করলেন। পিয়ারী বেগম উঠিয়া বাদশাহকে কুর্নিশ করলেন। বাদশা বসতে বসতে বললেন।]

আলাউদ্দীন। যা, আমি আসতে না আসতেই সব পালিয়ে গেল ! কোই হ্যায় ? [খোজা প্রহরীর প্রবেশ]

সরাবী—হিন্দুস্থানী রাজপুতানী !

[খোজার প্রস্থান]

পিয়ারী বেগম। জাঁহাপনা! [ইতস্তত করিতে থাকেন]

আলা। বল পিয়ারী বেগম? বল কি বলতে চাও?

পিয়ারী। কিছুদিন ধরেই শুনছি বাদশার হারেমে নাকি কে এক তরুণী রাজপুতানী—

আলা। হ্যাঁ। এক খপ্‌সুরত রাজপুতানী এসেছে। তুমি ঠিকই শুনেছ পিয়ারী, হিন্দুস্থানের মরুস্থান থেকে আল্লাবকস্ এক রাজপুতানীকে ধরে নিয়ে এসেছে। রূপওয়ালী সে সন্দেহ নেই কিন্তু তার রূপকেও যেন ছাপিয়ে গিয়েছে তার কণ্ঠস্বর, হিন্দুস্থানের বুলবুলি।

পিয়ারী। [সকৌতুকে] সত্যি?

আলা। বেশখ্! আল্লাবকস্ খাঁটি জহুরী, মুক্তা চেনে।

পিয়ারী। বাদশার হারেমে ত বাঁদীর অভাব নেই জাঁহাপনা!

আলা। [হাসি] না নেই! কিন্তু বুলবুলির অভাব আছে!

(খোজা প্রহরীর প্রবেশ ও কুর্ণিশ জ্ঞাপন)

আলা। সরাবী কোই?

খোজা। [ইতস্তত করে] জাঁহাপনা!

আলা। [রাগত অসহিষ্ণু কণ্ঠে] সরাবী কই?

খোজা। জাঁহাপনা, গোলামের গোস্তাকী মাপ হয়—সরাবী এলো না!

আলা। [চীৎকার] এলো না! কেন?

খোজা। বললে তাঁর তবিয়ৎ আচ্ছা নেই।

আলা। [চীৎকারে] রহমৎ! সোলেমান! [অধীর ভাবে পায়চারী করতে করতে] বেতমিজ রাজপুতানী!

[রহমৎ ও সোলেমান দু'জন খোজার প্রবেশ ও কুর্ণিশ জ্ঞাপন] রহমৎ! হিন্দুস্থানের সেই বাঁদীর ঘাড় ধরে নিয়ে আয় [রহমতের প্রস্থান] সোলেমান, আমার চামড়ার চাবুক। [সোলেমানের প্রস্থান] স্পর্ধা! স্পর্ধা দেখেছো পিয়ারী। সামান্যা বাঁদী!—

পিয়ারী। [মৃদু মৃদু হাসছে] জাহাপনার হুকুমও তাহলে কেউ অমান্ত করতে পারে! হুঁ! রাজপুতানীর সাহস আছে বটে!

আলা। [পায়চারী করতে করতে] হুঁ! রাজপুতানী জানে না এটা রাজপুতানা নয়। দিল্লীর বাদশাহার রঙ্গমহাল!

[বাহিরে এমন সময় গোলমাল শোনা গেল। কে যেন তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। —না না ছেড়ে দাও! ছেড়ে দাও আমাকে। যাবো না! যাবো না আমি! প্রথমে সোলেমানের চাবুক হাতে প্রবেশ। পশ্চাতে রহমৎ হিড় হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে আসে এক অপরূপ সুন্দরী তরুণী রাজপুতানীকে। তরুণী চম্পা—ক্রুদ্ধা নাগিনীর মত গর্জাচ্ছে।]

চম্পা। না! না—না! ছেড়ে দাও!

আলা। [সোলেমানের হাত হতে চাবুকটা নিয়ে এগিয়ে এসে] ছেড়ে দে! যা তোরা!

[রহমৎ ও সোলেমানের কুর্ণিশ জানিয়ে প্রস্থান—সঙ্গে সঙ্গে চম্পাও স্থান ত্যাগ করতে উদ্যত হতেই আলাউদ্দীন চীৎকার করে ওঠেন।]

স্ঁ্যাই!

(সঙ্গে সঙ্গে চম্পা উদ্ধত ভঙ্গীতে ঘাড় ফিরিয়ে দাঁড়ায়। আলাউদ্দীন চাবুক আস্ফালন করে এগিয়ে আসেন)

চম্পা। মারবেন?

আলা। পিঠের ছাল তুলে দেবো—তারপর অর্ধেক মাটিতে পুতে কুত্তা দিয়ে খাওয়াব।

পিয়ারী। সত্যিই বাঁদীটা খপ্সুরৎ জাঁহাপনা! চেয়ে আছে দেখো! (এগিয়ে এসে) কি নাম রে তোর?

চম্পা। চম্পা!

পিয়ারী। চম্পা! বাঃ বেশ নাম! জাঁহাপনা, এক কাজ করুন, আমার ভাই শাহাজাদা রুকনউদ্দীনও সুন্দর এও সুন্দরী—তার সঙ্গে ওর শাদী দিয়ে দিন। মানাবে বেশ দুজনকে!

আলা। (সরোষে) পিয়ারী বেগম !

(হাসতে হাসতে পিয়ারী বেগমের প্রস্থান)

আলা। সরাবী !

চম্পা। আমার নাম ত' চম্পা ! চম্পা বলেই ডাকবেন।

আলা। না ! তোর নাম সরাবী।

চম্পা। আমি হিন্দু রাজপুতের মেয়ে, রাজপুতানী !

আলা। রাজপুতানী ! তোকে আমি মুসলমানী করে দেবো !

চম্পা। বিষ খেয়ে আগুনে পুড়ে মরতে জানে রাজপুতের মেয়ে। হিন্দু রাজপুতের মেয়ে জান দেয় তবু ইজ্জত দেয় না।

[বান্দার প্রবেশ ও কুর্ণিশ জ্ঞাপন]

আলা। [বান্দার দিকে চেয়ে ভ্রূকুঞ্চিত করে] কি চাস ?

বান্দা। [কুর্ণিশ করে] মালেক্ ! জোহান খাঁ শাহেনশার দর্শন-প্রার্থী !

আলা। জোহান খাঁ ! হাজির কর। [বান্দার কুর্ণিশ জানিয়ে প্রস্থান]

যা ! এখন তুই যা ! কাল প্রাতে তোর বিচার হবে। বেতমিজ্ রাজপুতানী, তোকে এমন কঠোর শাস্তি দেবো—[আলাউদ্দীনের কথা শেষ হলো না, দৃপ্ত দৃঢ় ভঙ্গীতে চম্পা অলিন্দ পথে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।]

[মৃদু হেসে] আল্লাবকস্ সাচ্চা জহুরী ! তাকে ইনাম দেবো !

[জোহান খাঁর প্রবেশ ও কুর্ণিশ জ্ঞাপন]

জোহান খাঁ !

জোহান। [কুর্ণিশ করে] জনাবালি ! রাজস্থান হ'তে এইমাত্র ফিরছি।

আলা। কোন সংবাদ ?

জোহান। হাঁ জাঁহাপনা ! তাঁর তস্বীর একটা শাহেনশার জন্য বহু কষ্টে জোগাড় করে এনেছি !

আলা। তস্বীর !

জোহান। তসবীরের মালেকানকে আনা সম্ভবপর হলো না, নফরের গোস্তাকী মাপ্ হয়। তাই এই তস্বীর—[বস্ত্রান্তরাল হ'তে সযত্নে একখানা তস্বীর বের করে দেয় জোহান খাঁ।]

আলা। [তস্বীর দেখতে দেখতে] ওয়া! ওয়া—এই তবে, সেই পদ্মিনীর তস্বীর?

জোহান। হাঁ মালেক! রাজস্থানের শ্রেষ্ঠ ফুল—রাজস্থানের কোহিনুর।

আলা। পদ্মিনী! [তস্বীর দেখতে দেখতে] রাজস্থানের কোহিনুর! জোহান খাঁ, রাজস্থানের কোহিনুর হিন্দুস্থানের বাদশার ভাণ্ডারে নেই কেন?

জোহান। জাঁহাপনা! চিতোরের রাণা লক্ষ্মণ সিংহ, তাঁর চাচা ভীম রাণা—তাঁরই স্ত্রী ঐ পদ্মিনী! চিতোরের মহারাণী।

আলা। ভীম রাণার মহিষী—পদ্মিনী [আবার কিছুক্ষণ তস্বীর দেখে] জোহান খাঁ?

জোহান। জনাব!

আলা। চিতোর দিল্লী হ'তে কয়দিনের পথ?

জোহান। মাস খানেকের পথ ত হবেই, তবে মালেক বাদশার কাছে বড় জোর পক্ষকালের পথ।

আলা। হুঁ! চিতোরের সৈন্যবল?

জোহান। তামাম দুনিয়ার মালেক শাহেনশা বাদশার চতুরঙ্গ বাহিনীর কাছে মুষ্টিমেয়!

আলা। চিতোরের আবহাওয়া?

জোহান। বসন্তকাল সমাগত [একটু অপেক্ষা করে] জনাব—সৈন্যাধ্যক্ষ উজির খাঁকে—

আলা। হাঁ তাঁকে আমার আদেশ জানাও, বলবে—সামনের কৃষ্ণপক্ষে আমার সমগ্র বাহিনীর এক-চতুর্থাংশ দিল্লীতে রেখে বাকী সৈন্ত সমভিব্যহারে উজির খাঁ চিতোর যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ করবে—

জোহান। [কুর্ণিশ করে] বাদশার নির্দেশ অবিলম্বে পালিত হবে জনাব।

আলা। জোহান খাঁ! [গলা হতে মূল্যবান মুক্তাহার খুলে জোহান খাঁর দিকে নিক্ষেপ করতেই সসম্ভ্রমে সে হারটা লুফে নিয়ে কুর্ণিশ জানাল এবং পরে চলে গেল।]

আলা। কোই হ্যায়?—

[বান্দার প্রবেশ ও কুর্ণিশ জ্ঞাপন]

মশালচীকে বাতি সব নিবিয়ে দিতে বল

[বান্দা কুর্ণিশ জানিয়ে চলে গেল, বাদশা আবার অলিন্দে পরিক্রমণ করতে থাকেন—]

রাজস্থান! চিতোর—মরু-পর্বত-বেষ্টিত চিতোর! রাণা লক্ষ্মণ সিংহ—পদ্মিনী!

[মশালচী এসে একে একে প্রদীপগুলো নিবিয়ে দিয়ে গেল—স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকে চারিদিক প্লাবিত হ'য়ে গেল—নেপথ্যে চম্পার গান শোনা যায়—]

[নেপথ্যে চম্পার গীত]

পিয়ারে পিয়ারে কাঁহা তু হামারে
দিন আয়ি রাত গেয়ি, দিল মোর পুকারে—

শতাধিক বাছাই করা খপসুরৎ রমণী আমার রঙ্গমহালে—তাদের রূপের জৌলুসে নাকি চারিদিক রোসনাই হয়ে যায়। চোখে ধাঁধা লাগে। ভূতপূর্ব বাদশা জালালউদ্দীনের কন্যা বেগম পিয়ারী, গুলেস্তানের গুলবানু—সমরখন্দওয়ালী জোহরা, ইরানী পীরবানু কিন্তু ঐ রাজপুতানীর রূপের জৌলুসে সব রোসনাই যেন গেল নিষ্প্রভ হ'য়ে। পদ্মিনী—পদ্মিনী!

[গান গাইতে গাইতে চম্পার প্রবেশ – বাদশা একদিকে সরে আত্মগোপন করেন—]

গীত

পিয়ারে রাত আঁধেরী
কাঁহা কাঁহা চাঁদ মেরি—
দেশ দেশ ঢুঁরি,
মেরে হৃদয় কি রাজা—
রাজা হামারে !
পিয়ারে ! পিয়ারে কাঁহা
কাঁহা তু হামারে ॥

[গীতান্তে হঠাৎ দূরে বাদশাকে দেখতে পেয়ে চম্পা চমকে ওঠে ।]

আলা । ওয়া—ওয়া মাশে আল্লা—তাজ্জব—

চম্পা । কে ?

[বাদশা এগিয়ে আসেন]

এিকি ? বাদশা ! এই গভীর নিশীথে এই অলিন্দে—

আলা । সরাবী !

চম্পা । না, সরাবী বললে আপনার কোন কথার জবাব দেবো না ।

আলা । আচ্ছা বেশ চম্পা । চম্পা বলেই তোকে ডাকবো ।

চম্পা । সেকি ! এত সহজে চম্পা বলতে রাজী হলেন যে !

আলা । কি জানি এই স্তব্ধ নিশীথে তোমার গান, আর চাঁদের আলো দুই মিলে আমায় কেমন যেন সরাবের মতই মাতোয়ালা করে দিলে। তাই তোমাকে সরাবী না বল্লেও যেন বেশ একটু নেশা লাগছে। হ্যাঁ চম্পা, চম্পাই বলবো ।

চম্পা । বলুন বাদশা কি বলছিলেন ?

আলা । কি বলছিলেম, তাইত ভুলে গেলেম, হাঁ মনে পড়েছে, তুমি ত চিতোরের মেয়ে, পদ্মিনীকে দেখেছ ?

চম্পা । মা পদ্মিনী—আমাদের চিতোর-লক্ষ্মীর কথা বলছেন বাদশা ?

আলা। হ্যাঁ, ভীমরাণার স্ত্রী পদ্মিনী, বহুৎ খপসুরৎ, না ?

চম্পা। সমগ্র রাজস্থান আলো করে আছেন আমাদের চিতোর-লক্ষ্মী মা পদ্মিনী।

আলা। তাকে একবার দেখা যায় না চম্পা ?

চম্পা। রাণার শুদ্ধান্তঃপুরে একমাত্র রাণা, তার বংশধর ও নারী ব্যতীত কোন দ্বিতীয় পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই।

আলা। তবু যদি কেউ প্রবেশ করে ?

চম্পা। তবে নিশ্চয়ই তাকে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে হবে না।

আলা। চম্পা ?

চম্পা। বলুন বাদশা !

আলা। চিতোরে তুমি ফিরে যেতে চাও কেন চম্পা ? অতুল ঐশ্বর্য। হীরা মণি মাণিক্য। অফুরন্ত নৃত্য গীত রঙ্গমহালে আমার, এসব ছেড়ে কেন তুমি আবার সেই মরু-পর্বত-বেষ্টিত চিতোরে ফিরে যেতে চাও ? কি আছে তোমাদের চিতোরে ?—

চম্পা। চিতোর আমার মাতৃভূমি ! সেখানকার জল হাওয়াতেই আমি বড় হয়েছি। আমার জন্মভূমি ! আমাব স্বপ্নেব লীলা নিকেতন।

আলা। শোন চম্পা, আমি খুব শীঘ্রই চিতোর যাত্রা করবো মনস্থ করেছি। যাবে তুমি আমার সংগে ?

চম্পা। চিতোর ! চিতোর যাবেন বাদশা ? নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই যাবো। কবে আপনি চিতোর যাত্রা করবেন বাদশা ?

আলা। বললাম ত খুব শীঘ্রই।

চম্পা। কিন্তু—

আলা। কি চম্পা ?

চম্পা। [সন্দিগ্ধ কণ্ঠে] কিন্তু চিতোর আপনি কেন যাবেন বাদশা ?

আলা। মনে করো আলাউদ্দীনের একটা খেয়াল।

চম্পা। আমি বিশ্বাস করি না সে কথা বাদশা।

আলা। [মৃদু হেসে] বিশ্বাস করো না, না ? যদি বলি তোমাদের চিতোরবাসীর গর্ব—তোমাদের চিতোর-লক্ষ্মী পদ্মিনীকে আনতে যাবো ?

চম্পা। বাদশা বাতুল !

আলা। [চীৎকার করে] কী, কী বললে ?

চম্পা। শাহেনশা বাদশা আমার বাক্যে ক্রুদ্ধ হয়েছেন দেখছি। কিন্তু বাদশা হয়ত জ্ঞাত নন, চিতোর গড়ের প্রবেশ-মুখে সুউচ্চ সুকঠিন পর পর সাত সাতটি লৌহদ্বার—সর্বশেষে অভেদ্য পাষাণ গঠিত কেল্লার সিংহদ্বার রামপাল।

আলা। শোন চম্পা ! বাদশা আলাউদ্দীন একবার যখন হস্ত তার প্রসারিত করে, মুষ্টিবদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত তার সে হস্ত সে আর গুটিয়ে নেয় না। তোপের পর তোপ দেগে রেণু রেণু করে উড়িয়ে দেবো তোমাদের সমগ্র চিতোর গড়। মানুষ বলতে জীবিত একটি প্রাণীও আর চিতোরে অবশিষ্ট থাকবে না। হয় তারা স্বেচ্ছায় পদ্মিনীকে সসম্মানে আমার হাতে তুলে দেবে—নচেৎ চিতোরের নামটুকু পর্যন্ত এ দুনিয়ার বুক হতে নিঃশেষে মুছে দিয়ে আসবো। তবু পদ্মিনীকে আমার চাই !

[স্খলিত চঞ্চল পদে বাদশার প্রস্থান। ক্ষণকাল স্তব্ধ বিমূঢ় হ'য়ে চম্পা বাদশার গমন পথের দিকে চেয়ে থাকে। সহসা অদ্ভুত একটা হাসিতে মুখখানি তার উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। ভূতপূর্ব বাদশা জালালউদ্দীনের পুত্র শাহাজাদা রুকনউদ্দীনের প্রবেশ। পদশব্দে সচকিত হয়ে চম্পা ফিরে তাকায়]

চম্পা। কে ?

রুকন। আমি রুকনউদ্দীন চম্পা ! এতক্ষণ ধরে সারাটা বেগম মহলে তোমাকে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছি—তুমি এই নিশীথ রাত্রে একাকী এই অলিন্দে—

চম্পা। আমাকে কি আপনার কোন বিশেষ প্রয়োজন ছিল শাহাজাদা ?

রুকন। প্রয়োজন! এই এক মাসেও কি তুমি আমার মনের কথা বুঝতে পারনি চম্পা—না, বুঝেও তুমি বুঝতে চাও না!

চম্পা। শাহাজাদা! সামান্য রাজপুতানীর গোস্তাকি মাফ করবেন! শাহাজাদাকে ত' বহুবার ইতিপূর্বে আমি বলেছি আপনার এ প্রস্তাব গ্রহণে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম।

রুকন। বার বার কেবল নিষ্ঠুরের মত 'না'ই বলছো চম্পা! কিন্তু কেন! কেন চম্পা! মুসলমান বলে কি তুমি আমাকে ঘৃণা করো ?

চম্পা। ঘৃণা! না শাহাজাদা, মানুষের পরিচয় আমার কাছে তার জাতে নয়—তার মনুষ্যত্বে, তার চরিত্রে। কিন্তু আমি নিরুপায়—আমায় ক্ষমা করুন শাহাজাদা।

রুকন। কেন! কেন তুমি নিরুপায় চম্পা! বল—বল চম্পা, জবাব দাও!

চম্পা। (ইতস্তত করতে থাকে) আমি!—আমি—অন্যের বাগদত্তা শাহাজাদা! (মাথা নীচু করে)

রুকন। মুসলমানরা আজ একমাস হলো কৈলোর হ'তে তোমাকে লুণ্ঠন করে এনেছে! এতদিন ধরে তুমি মুসলমানের হারেমে আছো—আর ফিরে গেলেও কি তারা কিংবা তোমার ভাবী স্বামী তোমাকে গ্রহণ করবেন চম্পা ?

চম্পা। আমার ধারণা করবেন। আর নাই যদি করেন তাতেই বা ক্ষতি কি। জীবনে মরণে এই জানি তিনিই আমার স্বামী! হিন্দুর মেয়ে আমি, একবার মনে প্রাণে যাকে স্বামী বলে বরণ করেছি তিনি ভিন্ন আর ত আমার অন্য কোন গতিই থাকতে পারে না শাহাজাদা।

কোন নারী। তাছাড়া আপনি বহুমান্য ভূতপূর্ব সম্রাট জালালউদ্দীনের পুত্র, দিল্লীশ্বরের শ্যালক আপনি—রূপে শৌর্যে, বীর্যে পদমর্যাদায় কত উপরে! যে কোন নারী আপনাকে পতিত্বে বরণ করতে পারলে নিজেকে ধন্যা মনে করবে। কত সুন্দরী নারী আপনার—

রুকন। অস্বীকার করি না, তবু—মানুষের প্রেম ত অত বিচার বিবেচনা করে আসে না চম্পা! আজ তোমার কথায় আমি বুঝতে পেরেছি তোমাকে পাওয়ার আশা আমার দুরাশা মাত্র—তবু বলি, রুকনউদ্দীনের অন্তরে এ জীবনে আর কোন দ্বিতীয় নারীর স্থান হবে না।

চম্পা। শাহাজাদা!

রুকন। একমাস না জেনে, না বুঝে তোমায় কত না বিরক্ত করেছি চম্পা—ক্ষমা করো। আর—একটা অনুরোধ—

চম্পা। অনুরোধ কেন বলছেন শাহাজাদা—বলুন কি বলতে চান?

রুকন। বাদশার হারেমে বা প্রাসাদে নিজেকে তুমি কখনো বন্দিনী মনে করো না চম্পা! যে কোন দিন, যে কোন মুহূর্তে তুমি এখান হতে যেতে চাইবে শুধু একটিবার আমায় জানাবে, [**হাত হতে একটি নামাঙ্কিত অঙ্গুরী খুলে চম্পাকে দিতে দিতে**]।

এই আমার নামাঙ্কিত অঙ্গুরী নিদর্শনটি তোমার কাছে রাখো—দিল্লীতে আমার অনুগত বহু সহস্র মোগল মুসলিম আছে, প্রয়োজনে এই নিদর্শনটি আমার অনুগতদের দেখাবামাত্র তারা তোমাকে নিরাপদ স্থানে তোমার ইচ্ছামত সসম্মানে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

চম্পা। [**অঙ্গুরী গ্রহনান্তে**] আপনার এ অসীম অনুগ্রহ—চম্পা চিরজীবন স্মরণ রাখবে শাহাজাদা।

[**চম্পার প্রস্থান, রুকনউদ্দীন সেই দিকে তাকিয়ে রইল**]

চতুর্থ দৃশ্য

চিতোরের রাজপথ

[একাকী সুরদাস আপন মনে গান গাইতে গাইতে চলেছে]

ওরে দে ভাসিয়ে তোদের তরী ভরা তুফানে
মাভৈ বলে পাল্লা দিবি ভয় না করি বানে ॥
অন্ধকারের অন্ধকারা
পথের রেখা করবে হারা,
(তোরা) তাকাসনেকো—নয়ন বুজে
ভাসবি স্রোতের টানে ॥
আজকে বসে থাকিস নারে আবাহনের তরে
না ডাকতে যাবি তোরা আগে সাহস ভরে,
তরঙ্গ যে তোদের সাথী
তারই সাথে খেলায় মাতি
কাটিয়ে দিবি পথের গ্লানি
কণ্ঠ [illegible]

[সুরদাসের গাইতে গাইতে প্রস্থান]

[গোরার প্রবেশ]

গোরা। গুপ্তচর-মুখে সংবাদ পেলাম বিরাট এক বাহিনী নিয়ে পাঠান সম্রাট আলাউদ্দীন নাকি চিতোর অভিমুখে আসছে। কি উদ্দেশ্য তার কে জানে! আরো সংবাদ সংগ্রহ করতে হবে—আমায় মন বলছে নিশ্চয়ই পাঠানের মনে রয়েছে এক দারুণ দুরভিসন্ধি। ঐ পাঠান! ঐ নির্মম পাঠান জীবনের স্বপ্ন আমার ছিনিয়ে নিয়েছে। আগুন জ্বেলে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে সকল আকাঙ্ক্ষা, আমার কল্পনার সুখের প্রাসাদ করেছে ধূলিসাৎ। না! না তার কথা আর ভাববো না। বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদ পেয়েছি সে আজ যবনি; পাঠানের হারেমে, সে

আজ পাঠানের অঙ্কশায়িনী। সে আমার কেউ নয়—সে আমার কেউ নয়! [দূরে অশ্বক্ষুরধ্বনি শোনা গেল] ওকি! অশ্বক্ষুরধ্বনি না! হাঁ, মনে হচ্ছে কোন অশ্বারোহী যেন এদিকেই আসছে। চিতোর গড় সানুদেশে দুর্গম এই বনপথে এই সময় কে অশ্বারোহী আসে? না, অন্তরালে আত্মগোপন করে দেখতে হোল!

[গোরার অন্তরালে গমন, পাঠান সৈনিকের ছদ্মবেশে চম্পা প্রবেশ করল]

চম্পা। এই তো চিতোর গড়ের সানুদেশে অরণ্য পথ। অল্প দূরে ঐ চিতোর গড় দেখা যাচ্ছে। চিতোর! আমার স্বপ্ন! আমার আবাল্যের লীলা নিকেতন—আমাব জন্মভূমি। কতদিন! কতদিন পরে আবার! ঐখানেই রয়েছে আমার জীবনের আরাধ্য দেবতা, ঐ দূরে পর্বতশিখরে গলিত স্বর্ণধারা ঢেলে সূর্যোদয হচ্ছে। সূর্যের আলোয় এখুনি চারিদিক আলোকিত হয়ে উঠবে। এই প্রসন্ন প্রভাতে বাকি পথটুকু—

গোরা। কে? কে তুমি?

[মুক্ত অসি হস্তে গোরার প্রবেশ]

[গোরাব কণ্ঠস্বরে চম্পা প্রথমটায় চমকে ওঠে, কিন্তু পরক্ষণেই গোরাকে চিনতে পারে, গোরা কিন্তু চম্পাকে চিনতে পারে না।]

চম্পা। [অস্বাভাবিক পুরুষকণ্ঠে] আমি! আমি একজন দূরদেশাগত ক্লান্ত পথিক!

গোরা। তা'হলে ক্ষণ পূর্বে তোমারই অশ্বক্ষুরধ্বনি শুনেছিলাম!

চম্পা। হাঁ! অদূরে বৃক্ষ মূলে ঐ আমারই অশ্ব!

গোরা। [সন্দিগ্ধ ভাবে] সত্যই যদি তুমি পথিক তবে তোমার অঙ্গে সৈনিকের বেশ কেন? সত্য বল, কী তোমার পরিচয়—গোপন করবার চেষ্টা করো না।

চম্পা। [সকৌতুকে] আমাব অঙ্গে সৈনিকের বেশ দেখে কি মনে আপনার কোন সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে ভদ্র?

গোরা। সন্দেহ, হাঁ! কারণ অঙ্গে তোমার পাঠান সৈনিকের

বেশ—আর ইতিপূর্বেই আমি সংবাদ পেয়েছি বাদশা আলাউদ্দীন নাকি বিরাট এক সৈনবাহিনী নিয়ে এইদিকেই আসছে! সত্য বল সৈনিক—কি উদ্দেশ্যে তুমি এসময় অশ্বারূঢ় হয়ে চিতোর গড়ের সান্নদেশে এসেছো ?

চম্পা। তবে কি আপনার ধারণা ভদ্র আমি বাদশার কোন গুপ্তচর ?

গোরা। হ'তে পার আশ্চর্য নয়!

চম্পা। সত্যিই কি তুমি আমায় চিনতে পারছো না ? [বলতে বলতে সহসা চম্পা মাথার পাগড়ীটা খুলে ফেলতেই, চম্পার পর্য্যপ্ত কেশরাশি দেখা গেল] চেয়ে দেখতো।

গোরা। [সবিস্ময়ে] একি! কে। কে? চম্পা? [বলতে বলতে সহসা গোরা নিজেকে যেন সামলে নিল]

চম্পা। হাঁ চম্পা! সত্যিই আমি তোমার হতভাগিনী পাঠান অপহৃতা চম্পা, প্রিয়তম! এই সময় এই অরণ্য পথে তোমায় আমি দেখতে পাবো স্বপ্নেও যে ভাবিনি! যার দর্শন আকাঙ্খায় সুদূর দিল্লী হ'তে দীর্ঘ পথ একাকিনী অশ্ব ছুটিয়ে এসেছি, এত শীঘ্র তার দর্শন পাবো—

[চম্পার কথা শেষ হলো না, গোরা স্থান ত্যাগ করে চলে যেতে উদ্যত হতেই সবিস্ময়ে চম্পা বলে ওঠে]

চম্পা। ওকি চলে যাচ্ছো! সত্যিই কি তুমি আমায় এখনো চিনতে পারলে না গোরা! আমি চম্পা! চম্পা! আমায় কি তুমি ভুলে গেলে প্রিয়তম ?—

[ফিরে দাঁড়ায় গোরা এবারে]

গোরা। না ভুলিনি! আর ভুলিনি বলেই চলে যাচ্ছি।

[আবার চলে যেতে উদ্যত হয়]

চম্পা। একটু! একটু দাঁড়াও! যাবার পূর্বে একটা—একটা সুধু কথার জবাব দিয়ে যাও।

গোরা। জবাব! অতীতকে ভুলে যাও চম্পা! ভুলে যাও গোরা বলে জীবনে কেউ কোন দিন তোমার পরিচিত ছিল—ভুলে যাও। সে

এক দুঃস্বপ্ন—মুছে ফেল সে স্মৃতি তোমার অন্তর হতে—ভুলে যাও!—

চম্পা। ভুলে যাবো?

গোরা। হাঁ! ভুলে যাও। যে মুহূর্তে তুমি পাঠান সৈন্য কর্তৃক অপহৃতা হ'য়ে স্বেচ্ছায় মুসলমানের—যবনের হারেমে গিয়ে প্রবেশ করেছো—সেই মুহূর্তেই আমার চোখে তোমার মৃত্যু ঘটেছে!—

চম্পা। যবনের হারেমে প্রবেশ করেছি—সে কি স্বেচ্ছায়! বল? বল—জবাব দাও? সে কি আমারই অপরাধ? কৈলোরে একলিংগের মন্দিরে পূজা দিতে গেলে পাঠান সৈনাধ্যক্ষ আল্লাবকস্‌ ও তার সৈন্যরা যখন আমায় জোর করে তোমাদের কাছ হ'তে ছিনিয়ে নিয়ে গেল—তখন—তখন কেন আমায় রক্ষা করতে পারলে না তোমরা? হিন্দু বাক্যবীর, কেন পার নি সেদিন হিন্দু নারীকে ছিনিয়ে আনতে যবনের মুষ্টি হতে?—

গোরা। না পারিনি সত্য! সে সময় সেখানে যে মুষ্টিমেয় হিন্দু রাজপুত বীরেরা উপস্থিত ছিল প্রত্যেকে তারা পাঠান সৈন্যদের সংগে যুদ্ধ করে বীরের মতই শেষ পর্যন্ত তাদের প্রাণ দিয়েছে। দুর্ভাগ্য আমার আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম না—উপস্থিত থাকলে তাদের মত হয়ত অক্ষম হলে শেষ পর্যন্ত প্রাণই দিতাম। কিন্তু তুমি? পাঠানের হারেমে প্রবেশের পূর্বে—ঐ হীন লাঞ্ছনাকে স্বেচ্ছায় মাথা পেতে নেবার পূর্বে, নারী! সঙ্গে তোমার জহর ছিল না? হারেমে অগ্নি ছিল না? তুমি—তুমি না রাজপুতের মেয়ে! হিন্দুর মেয়ে?

চম্পা। ছিল! ওগো সব ছিল! কিন্তু—কেন কিছুই করতে পারিনি তা কি জান?

গোরা। কেন পারোনি?

চম্পা। পারিনি! কারণ একদিকে মৃত্যু—আর একদিকে ছিলে তুমি। যখনই মনে পড়েছে তোমার ঐ মুখখানি; আমার সমস্ত

সঙ্কল্প বন্যার জলে কুটোর মতই ভেসে গিয়েছে। ওগো পাবিনি তোমারই জন্য।—তোমারই জন্য!

[স্বরবদ্ধ হয়ে যায়]

গোরা। [হাস্য] আমার জন্য! আমারই জন্য তুমি রাজপুতানী হয়েও সমগ্র হিন্দু নারী জাতীর মুখে দুরপনেয় কলঙ্ক কলিমা লেপন করে জীবন ধারণ করেছো। বংশের—জাতির কুল-মর্যাদা ভুলে গিয়ে আমারই জন্য হয়ত বা কোন পাঠানের অঙ্কশায়িনী হতেও দ্বিধাবোধ করনি?

চম্পা। [চীৎকার করে] গোরা! গোরা! চুপ করো—চুপ করো!

[দু হাতে চোখ ঢাকে চম্পা]

গোরা। চুপ করবো! স্বৈরিণী কুলত্যাগিনী! ওই কালামুখ নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াবার পূর্বে তোর মৃত্যু হলোনা কেন? সেও যে শতগুণে শ্রেয় ছিল হতভাগিনী!

[দ্রুত শাহাজাদা রুকনউদ্দীনের প্রবেশ]

রুকন। চম্পা! চম্পা!

চম্পা। একি! শাহাজাদা রুকনউদ্দীন! আপনি?

রুকন। হাঁ চম্পা। একাকিনী তোমায় এই দূর পথে আসতে দিতে সাহস করিনি, তাই দিল্লী হতেই তোমায় অনুসরণ করে আসছি। আড়াল হতে তোমাদের সব কথাই শুনেছি—শুনবার পর আর আত্মগোপন করে থাকতে পারলাম না। [গোরার দিকে ফিরে] রাজপুত, আপনি আমার অপরিচিত হলেও চম্পার পরিচিত। আমার পরিচয়, আমি ভূতপূর্ব সম্রাট জালালউদ্দীনের পুত্র রুকনউদ্দীন।

গোরা। আদাব গ্রহণ করুন শাহাজাদা। অধীনের নাম গোরা, চিতোরবাসী, একজন রাজপুত সৈন্যাধ্যক্ষ।

রুকন। রাজপুত, আমি বুঝতে পেরেছি আপনি চম্পার বিশেষ পরিচিত। অন্যথায় ক্ষণপূর্বে চম্পার প্রতি আপনি যে অন্যায় ও অসম্মানজনক ব্যবহার করেছেন—অন্য কেউ হলে ঐরূপ আচরণের জন্য এতক্ষণে তার শির নিশ্চয়ই স্কন্ধচ্যুত হতো।

গোরা। [দম্ভ ও সম্ভ্রমে] শাহাজাদা রুকনউদ্দীন, আপনিও আজ চিতোরে নবাগত বিদেশী হলেও অতিথি। অন্যথায় আপনার ও কথার প্রত্যুত্তর দিতে গোরার এই অসিও ক্ষণমাত্র দ্বিধা বোধ করতো না।

রুকন। [মৃদু হাস্য] শীঘ্রই হয়ত তার সুযোগ মিলবে রাজপুত! রাজপুতের অসির ধার তখনই না'হয় পরীক্ষা হবে।

গোরা। চিতোরের রাজপুতরাও তার জন্য প্রস্তুতই জানবেন। [যেতে যেতে হঠাৎ ফিরে] তবে আমি চললাম শাহাজাদা। আশা করি শীঘ্রই আবার পরস্পরের সহিত মিলিত হবার সুযোগ আসবে। আদাব!

[দ্রুত গোরার প্রস্থান]

রুকন। চম্পা!

চম্পা। বলুন?

রুকন। অনুমান যদি আমার ভুল না হয়ে থাকে, ঐ সৈনাধ্যক্ষই বোধহয় তোমার সেই ভাবী স্বামী?

[চম্পা মাথা নীচু করে নিরুত্তর থাকে]

বুঝেছি! এর পরেও কি তুমি চিতোরে ফিরে যেতে চাও চম্পা! তার চাইতে চল তুমি—আমার সঙ্গে ফিরে চল।

চম্পা। না শাহাজাদা! তা হয় না! গোরার সঙ্গে আমার সম্পর্কতো দু'টো মুখের কথায়ই শেষ হয়ে যাবার নয়, সে আমায় গ্রহণ করলে না, তাতে আমার কোন দুঃখই নেই শাহাজাদা! হিন্দু নারী আমি, রাজপুতের মেয়ে—একবার যাকে জীবনে স্বামী বলে গ্রহণ করেছি—জীবনে মরণে একমাত্র সেই আমার স্বামী। [একটু থেমে] আমায় বিদায় দিন শাহাজাদা! আমি যাই।

রুকন। চম্পা?

চম্পা। আমি যাই শাহাজাদা! আমি যাই!

[উদ্গত অশ্রুকে কোন মতে রোধ করতে করতে চম্পা চলে গেল। শাহাজাদা তার গমন পথের দিকে চেয়ে থাকে। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়]

পঞ্চম দৃশ্য

[চিতোর গড থেকে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরবর্তী মরুপ্রান্তরে আলাউদ্দীনের বিরাট সৈন্য শিবির। শিবিরের একাংশঃ শিবির মধ্যে একাকী বাদশা পদচারণা করছে। এগিয়ে গিয়ে একটা জানালা খুলে দিতেই রাত্রি শেষের আলো কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করে ও দূর হতে আজানের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।]

আলাউদ্দীন। দীর্ঘ দুস্তর পথ অতিক্রম করে সুদূর দিল্লী হ'তে চিতোর এসেছি। সৈন্য শিবির স্থাপনার সঙ্গে সঙ্গে চিতোর দুর্গের সমস্ত দ্বারে দ্বারে অর্গল পড়েছে, প্রাচীরের অন্তরালে সমগ্র চিতোর গড আত্মগোপন করেছে। সাড়া নাই! শব্দ নাই! পদ্মিনী! সমগ্র রাজস্থানের কৌস্তুভ মণি! পদ্মিনী!

[সম্মুখে ত্রি'পয়ের-'পরে রক্ষিত পদ্মিনীর তসবীরখানা চোখের সামনে খুলে দেখতে দেখতে]

অত্যাশ্চর্য রূপ! সার্থক শিল্পীর তুলি। শিল্পীর চিত্র যদি এত সুন্দর না জানি সত্যি সে নারী কত সুন্দর! দুনিয়ায় কেউ এত সুন্দর থাকতে পারে ধারণার অতীত ছিল আমার।

[দ্বারপ্রান্তে রক্ষীর পদশব্দ শোনা গেল। বাদশা চমকে ওঠে]

কে?

[দ্বাররক্ষীর প্রবেশ ও কুর্ণিশ জ্ঞাপন]

রক্ষী। জনাব।

আলা। কি চাস?

রক্ষী। সৈনাধ্যক্ষ জোহান খাঁ।

আলা। হাজির কর।

[কুর্ণিশ জানিয়ে রক্ষীর প্রস্থান ও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জোহন খাঁর প্রবেশ ও কুর্ণিশ জ্ঞাপন]

কি সংবাদ জোহান খাঁ? রানা লক্ষণ সিংহের নিকট দূত প্রেরিত হয়েছিল?

জোহান। জনাবালি, শাহেনশার নির্দেশ মতই রানা লক্ষণ

সিংহের নিকট দূত প্রেরিত হয়েছিল। শাহেনশা বাদশার সঙ্গে কথাবার্তা বলবার জন্য রানা তাঁর অধীনস্থ এক সৈনাধ্যক্ষকে আমাদের দূতের সঙ্গেই প্রেরণ করেছেন। সৈনাধ্যক্ষ দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত। অনুমতি পেলে—

[আলাউদ্দীন ক্ষণকাল ভ্রূকুঞ্চিত করে কি যেন চিন্তা করে]

আলা। যাও, রানার সৈনাধ্যক্ষকে উপস্থিত করো।

[জোহান খাঁ দ্বারের দিকে ইংগীত করতেই একজন দ্বাররক্ষীর সঙ্গে সৈনাধ্যক্ষ গোরার প্রবেশ। দ্বাররক্ষী ইংগীতমাত্রে প্রস্থান করে এবং গোরা বাদশাকে কুর্নিশ জানায়]

গোরা। দেবাদিদেব একলিংগের দেওয়ান মেবার কুলতিলক চিতোরাধিপতি শ্রীশ্রীমহারানা লক্ষণ সিংহের নির্দেশক্রমে আমি দিল্লীশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত।

[আলাউদ্দীন একবারমাত্র ভ্রূভঙ্গী করে গোরার প্রতি দৃষ্টিপাত করে, গোরাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে জোহান খাঁকে সম্বোধন করে]

আলা। জোহান খাঁ! আমি ভেবেছিলাম আমার আমন্ত্রণে মেবারের মহারানা লক্ষণ সিংহ স্বয়ং বা তাঁর খুল্লতাত ভীমরানা অথবা তাঁর দ্বাদশ কুমারদের মধ্যে কেউ একজন আমার নিকটে আসবেন—তা যখন আসেন নি—তুমিই আমার বক্তব্যটুকু সৈনাধ্যক্ষকে শুনিয়ে দাও।

জোহান। [কুর্নিশ করে] মালেক! যদি অনুমতি হয়, তার পূর্বে শাহেনশার নিকট আমার একটি ক্ষুদ্র নিবেদন আছে।

[জোহান খাঁ আলাউদ্দীনের নিকটবর্তী হয়ে নিম্নকণ্ঠে বলে]

জোহান। হজরৎ! এই সৈনাধ্যক্ষের নাম গোরা। পদ্মিনীর বাল্য সহচর এই যুবক। রানার পরিবারের পরমাত্মীয়।

আলা। বটে! [আলাউদ্দীন মনোযোগী হয়ে ওঠেন]

গোরা: দিল্লীশ্বরের তাহলে কি অভিপ্রায় যে আমি চিতোর ফিরে যাবো—।

আলা। না। তার আর কোন প্রয়োজন নেই। বক্তব্য আমার অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। তোমাদের মহারানাকে গিয়ে বলবে—তাঁর সঙ্গে আমার কোন বৈরীতা নেই। যৎসামান্য একটি প্রার্থনা নিয়ে আজ আলাউদ্দীন তাঁর চিতোর দ্বারে উপনীত।

গোরা। বলুন বাদশা। সমগ্র হিন্দুস্থানের বাদশা—যাঁর রত্নভাণ্ডার শুনি অগণিত মণি-মাণিক্যে পরিপূর্ণ, কুবেরের ঐশ্বর্যে যিনি ঐশ্বর্যবান—তাঁর কী এমন প্রার্থনা থাকতে পারে চিতোরাধিপতির নিকট?

আলা। স্বয়ং কুবেরের ভাণ্ডারেও যে রত্ন নেই—লোক পরম্পরায় অবগত হয়েছি এমনি একটি মহামূল্যবান রত্নই নাকি আছে চিতোর প্রাসাদে!

গোরা। [বিস্ময়ে] দিল্লীশ্বরের কথা ঠিক আমি বুঝতে পারলাম না—

আলা। লোক পরম্পরায় শুনেছি, অলৌকিক রূপ-লাবণ্য-সম্পন্না মহারানার খুল্লতাত ভীমরানার মহিষী সিংহল-নন্দিনী রাণী পদ্মিনী—

গোরা। [সতেজ অধীর কণ্ঠে] বাদশা।

আলা। হাঁ! সেই রূপলাবণ্যবতী দুনিয়ার রোশনাই পদ্মিনীকেই আমি মহারানার নিকট প্রার্থনা করতে এসেছি। সামান্য প্রার্থনা আমার। পদ্মিনীকে আমার হাতে তুলে দিলেই আমি আমার সৈন্য-বাহিনী নিয়ে অবিলম্বে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করবো।

গোরা। বাদশা, আমি একজন সামান্য সৈনাধ্যক্ষ। আর মহামান্য দিল্লীশ্বর আপনি। আমরা জানতাম না দিল্লীশ্বরের মুখ হতে এরূপ হীন, জঘন্য প্রস্তাব কখনো উচ্চারিত হ'তে পারে। মহারাণী পদ্মিনী শুধু ভীমরানার কুললক্ষ্মীই নন—সমগ্র চিতোরের প্রাণলক্ষ্মী। আশা করি, বাদশা তাঁর ক্ষণপূর্বে উচ্চারিত ওই প্রলাপোক্তি—

[মুহূর্তে জোহান খাঁর অসি কোষমুক্ত হয়ে গোরার প্রতি উদ্যত হয়ে ওঠে! বাদশা ইংগীতে নিরস্ত করেন তাকে।]

আলা। জোহান খাঁ!

জোহান খাঁ। হুকুম করুন জনাব—এই মুহূর্তে ঐ কুত্তার দুঃসাহসিক জিহ্বা এই অসিতে কেটে টুকরো টুকরো করে—ওর বেয়াদবির—

আলা। দূত অবোধ্য জোহান খাঁ, নচেৎ এই মুহূর্তে ঐ উদ্ধত যুবককে বুঝিয়ে দিতুম আলাউদ্দীনের সম্মুখে দাঁড়িয়ে এতবড় ধৃষ্টতার কি পরিণাম।

গোরা। আমিও সেজন্য প্রস্তুত হয়েই এখানে এসেছিলাম বাদশা আলাউদ্দীন! হিন্দু রাজপুত যে ভীষণতম মৃত্যুকেও ভয় করে না—আশা করি বাদশার নিশ্চয়ই সেটা অবিদিত নেই। তবু শিবির ত্যাগের পূর্বে দিল্লীশ্বরকে জানিয়ে যাই—কেবলমাত্র মহারানা, ভীমরানা ও মহারানার বংশধরগণের পক্ষ থেকে নয়—সমগ্র চিতোরবাসী—সমগ্র রাজপুত হিন্দুর পক্ষ হতেও জানিয়ে যাই—চিতোরের প্রতিটি নগণ্যতম সাধারণ রাজপুতও অকাতরে তাদের প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকবে তবু সমগ্র চিতোরের প্রাণলক্ষ্মী মহারাণী পদ্মিনীকে বাদশার হাতে তুলে দেবে না। এখনো বলছি, এ উন্মাদ আকাঙ্ক্ষা আপনার পরিত্যাগ করুন!

আলা। [চীৎকারে] আল্লাবক্স! সোলেমান! এই দুর্বিনীত উদ্ধত যুবককে পঁচিশ ঘা বেত্রাঘাত করে—শিবির সীমানার বহির্দেশে ছেড়ে দিয়ে আয়—যা—

[আল্লাবক্স ও সোলেমানের গোরাকে লইয়া প্রস্থান]

আলা। জোহান খাঁ?

জোহান। হজরৎ!

আলা। এই মুহূর্তে পাঁচজন বিশ্বস্ত গুপ্তচর চিতোর গড়ে প্রেরণ কর। যে কোন উপায়ে হোক তারা চিতোর-গড়ে প্রবেশ করে, গড়ের যাবতীয় সংবাদ দুদিনের মধ্যে আমায় এনে দেবে।

জোহান। যো-হুকুম খোদাবন্দ্‌। [জোহান খাঁর প্রস্থান]

আলা। কোই হ্যায় ! [খোজার প্রবেশ] চম্পা। রাজপুতানী !

[খোজার প্রস্থান]

রাজপুতানী চম্পা ! চিতোরের মেয়ে। হাঁ, অনেক সংবাদ সে দিতে পারবে। চিতোরের রানা লক্ষ্মণ সিংহ—পার্বত্য মরুচারী মূষিক। স্পর্ধা তার সামান্য সৈনাধ্যক্ষকে দূতরূপে আমার নিকট প্রেরণ করে !

[খোজার প্রবেশ]

কই, চম্পা কই ?

খোজা। [ইতস্তত] খোদাবন্দ্‌ !

আলা। চম্পা কই ?

খোজা। খোদাবন্দ্‌ ! শিবিরের কোথাও তার সন্ধান পাওয়া গেল না।

আলা। সন্ধান পাওয়া গেল না ! অন্দরের খোজা রক্ষীদের জিজ্ঞাসা করেছিলি ?

খোজা। করেছিলুম হুজরৎ।—কিন্তু—

আলা। কিন্তু সেও কোনও সন্ধান দিতে পারলে না ? হু ! আচ্ছা তুই যা, তফাৎ থাক। [খোজার প্রস্থান] কোই হ্যায়—শাহাজাদা রুকনউদ্দীন—স্পর্ধা —এত দুঃসাহস !

[রুকনউদ্দীন ও আল্লাবক্সের প্রবেশ]

এই যে শাহাজাদা রুকনউদ্দীন ! রুকনউদ্দীন, চম্পা রাজপুতানী কোথায় ?

রুকন। আমি তাকে মুক্তি দিয়েছি।

আলা। তুমি চম্পাকে মুক্তি দিয়েছ ? আমার বিনানুমতিতে আমার এক বন্দিনীকে মুক্তি দেবার দুঃসাহস তোমার কি করে হোল

রুকনউদ্দীন। ভুল—আমারই ভুল। স্নেহান্ধ হয়ে তোমাকে আমি মহালের সর্বত্র স্বাধীনভাবে বিচরণ করবার অনুমতি দিয়েছিলাম—

রুকন। শাহেনশা—যদি অপরাধ করে থাকি—যে কোন শাস্তি—

আলা। শাস্তি—শাস্তি—কি শাস্তি তুমি প্রত্যাশা কর শাহাজাদা রুকনউদ্দীন?

রুকন। বলেছি তো যে কোন শাস্তি—ইচ্ছা হয় প্রাণদণ্ড।

আলা। প্রাণদণ্ড! রূপমুগ্ধ পতঙ্গ, তোমার আমি জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করে না—না তুমি আমার বড় আদরের শ্যালক, তোমায় প্রাণদণ্ড দেব না। আল্লাবক্স! এই মুহূর্তে একে নিয়ে গিয়ে উত্তপ্ত লৌহ শলাকা দ্বারা ওর চক্ষুদুটি উৎপাটিত করে দাও।

রুকন। হুজুর। শাহেনশা—[পদপ্রান্তে পড়ে]

আলা। যাও প্রেমিক রুকনউদ্দীন! এবার দুনিয়ার পথে পথে ঘুরে দেখগে। তোমার অশেষ প্রণয়ের পাত্রী রাজপুতানী চম্পাকে খুঁজে পাও কিনা। যা নিয়ে যা। প্রেম, আশনাই! শাহাজাদা রুকনউদ্দিনের আশনাই!

আল্লাবক্স শৃঙ্খলিত করে রুকনউদ্দীনকে নিয়ে গেল। অপর দিক দিয়ে সেই সময় পিয়ারী বেগম দ্রুতপদে প্রবেশ করল।

পিয়ারী। একি! শাহাজাদা রুকনউদ্দীনকে শৃঙ্খলিত করে কোথায় নিয়ে গেল।

আলা। [বাধা দিয়ে] দাঁড়াও—তাতে তোমার প্রয়োজন?

পিয়ারী। আপনি বলুন শাহেনশা আমার ভয় হচ্ছে, আপনি রুকনউদ্দীনের ওপর জুলুম করবেন?

আলা। জুলুম! ভূতপূর্ব বাদশা জালালউদ্দিনের কন্যা তুমি, তোমার পিতা কি তোমাকে এই শিক্ষাটুকুও দেননি যে দুনিয়ার মালেক উদ্ধত প্রজার ওপর জুলুম করে না, করে তাকে শাসন।

পিয়ারী। আমার পিতা আমাকে কি শিক্ষা দিয়েছেন না দিয়েছেন সে কথা আমি আমার পিতার হত্যাকারীর মুখে শুনতে চাই না।

আলা। খামশ্! নিতান্ত দয়াপরবশ হ'যে বেগমের সম্মান দিয়েছি। তাই তোমার স্পর্ধা আকাশস্পর্শী হয়ে উঠেছে। ভূতপূর্ব বাদ্শা জালালউদ্দীনের কন্যা, হ্যাঁ আমি স্বীকার করি জালালউদ্দীনকে হত্যা করে আমি দিল্লীর মসনদে বসেছি। যে শক্তিমান, রাজদণ্ড শুধু তারই হস্তের শোভা বর্ধন করে। রাজ্যহারা, সর্বহারা পথের ভিখারিণীকে দয়া করে রাজতক্তে, আমারই পাশে বসিয়েছিলুম, তাই আমারই প্রদত্ত দুগ্ধ পানে সবল হয়ে কালনাগিনী তুমি আমারই দংশন করতে তোমার ফণা বিস্তার করেছো। রাজ্যের বিদ্রোহীদল তোমার গোপন পরামর্শদাতা, আমার জীবনের মহাশত্রু যারা তারাই আজ তোমার পরমাত্মীয়।

পিয়ারী। এ সব—এ সব আপনি কি বলছেন? এ আপনার ভুল সন্দেহ......

আলা। ভুল, যা বলছি—আমি জানি তার প্রত্যেকটি বর্ণ সত্য...

পিয়ারী। যাক্ সে কথা—আপনার সঙ্গে তর্ক করতে চাইনা; আপনি বলুন শাহেনশা—আমার জননী কোথায়?

আলা। তোমার জননী?

পিয়ারী। হাঁ—এই চিতোর অবরোধে, আপনি সমস্ত জেনানা-মহল সঙ্গে এনেছেন, সেই সঙ্গে আমার বৃদ্ধা জননীও এসেছিলেন। কিছুক্ষণ পূর্বে তাঁর ছাউনীতে তার সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। দেখি তিনি সেখানে নেই। প্রহরীদের জিজ্ঞাসা করলুম তারা শুধু নীরবে অভিবাদন করে, যন্ত্র পুত্তলিকার মত দাঁড়িয়ে রইল। কেউ একটি কথা বললে না। ভয়ে আমার বুক কাঁপছে। বলুন শাহেনশা—আমার জননী কোথায়?

আলা। জননীর জন্য বড় উৎকণ্ঠিত হয়েছো পিয়ারী, না? যেতে চাও, যেতে চাও তোমার মায়ের কাছে?

পিয়ারী। যাব কোথায়—কোথায় তিনি?

আলা। এতক্ষণ দিল্লীর লৌহ-কারাগারে।

পিয়ারী। কারাগারে, আমার জননী! বাদশাহ্ জালালউদ্দীনের বেগম, মালিকা জাহান আজ কারাগারে!

আলা। হাঁ—ইস্‌লাম ধর্মে নব-দীক্ষিত দিল্লীর উনিশ হাজার মোগল মুস্‌লিমের সঙ্গে তোমার পরমারাধ্যা জননী মালিকা জাহান ষড়যন্ত্র করেছিলেন। আমাকে গুপ্ত হত্যা করে, মসনদ দেবেন শাহাজাদা রুকনউদ্দীনকে—এই ছিল তাঁর অভিলাষ। তারই ফলে সেই উনিশ হাজার মোগল মুসলিমকে একই সঙ্গে জন্তুর মত হস্তিপদতলে পিষে হত্যা করেছি। তোমার জননীর অনুরাগী যে বাকী একসহস্র মোগল-মুসলিম এই চিতোর সীমান্তে এসেছিল, তাদেরও হত্যা করে আজ ষড়যন্ত্রের মূল উৎপাটিত করব। হো ফৌজে তুর্ক! ফৌজে দেহেলীহো! সেকেন্দার ইশান্ বাদ্‌শাহ আলাউদ্দীনকা হুকুমৎ মোগল-মুস্‌লিম কোতল করো—গোলী চালাও—চালাও গোলী—[ডঙ্কায় আঘাত হানে আলাউদ্দীন—সঙ্গে সঙ্গে গুলি চলার শব্দ—আর্তনাদ।]

পিয়ারী। শাহেনশা—দয়া করুন—ক্ষমা করুন [পায়ের কাছে পড়িল]

আলা। দয়া—ক্ষমা—গোলী চালাও—গোলী চালাও—হা—হা—হা—! [মঞ্চ ভয়াবহ হ'য়ে ওঠে রক্তাক্ত আলোক সম্পাতে, চারিদিকে আর্ত কোলাহল, গুলির শব্দ।]

যবনিকা

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

চিতোরের মহারানা লক্ষ্মণ সিংহের মন্ত্রণা কক্ষ।

। লক্ষ্মণ সিংহ ও ভীমসিংহ আলোচনায় রত।

লক্ষ্মণ। এখন ত' বুঝতে পারছেন ভীমরানা, লক্ষ্মণ সিংহ বৃদ্ধ, রাজকার্যে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত নয়।

ভীম। বিপদে ধৈর্য হারালে চলবে না মহারানা।

লক্ষ্মণ। না ভীমরানা। ধৈর্য আমি হারাই নি। ঝড়ের পূর্বাভাষ যে আমি পেয়েছিলাম। নিয়তি। এ নিয়তির ইঙ্গিত ভীমরানা। নিয়তির নির্মম ইঙ্গিত।

ভীম। সত্যিই যদি নিয়তির ইঙ্গিত হয়—অসিমুখে সে ইঙ্গিতের প্রতিরোধ করবো আমরা। পাঠান বাদশা আলাউদ্দীনের সকল দম্ভ আমরা চূর্ণ বিচূর্ণ করবো।

। অরিসিংহের প্রবেশ।

অরি। পিতা।

লক্ষ্মণ। বল অরিসিংহ, কি সংবাদ?

অরি। সামন্ত সর্দারগণ মন্ত্রণা-কক্ষের দ্বারপ্রান্তে অপেক্ষা করছেন।

লক্ষ্মণ। অরিসিংহ, যাও সামন্ত সর্দারগণকে সসম্মানে এই কক্ষেই নিয়ে এসো।

অরিসিংহের প্রস্থান।

দীর্ঘ মাসাধিক কাল পাঠান বাদশা আলাউদ্দীন চিতোর গড় অবরোধ করে আছে। তার পর—হয় সন্ধি না, নয় যুদ্ধ! দীর্ঘ অবরোধে গড়ের খাদ্যশস্য নিঃশেষ প্রায়—চৈত্রের প্রখর তাপে তড়াগের পানীয় শুষ্ক। আর কত কালই বা অবরুদ্ধ মুষিকের ন্যায় দিন কাটাবে সবাই।

ভীম। ধূর্ত বাদশার মতলব স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে—যুদ্ধ সে সহজে করবে না, চিতোর গড়ের দ্বার আগলে সে কেবল সময় ক্ষেপ করতেই চায়!

[অরিসিংহের সহিত সর্দারগণের প্রবেশ]

সকলে। জয় মহারাণা লক্ষ্মণ সিংহের জয়—

লক্ষ্মণ সিংহ। আসুন। আসুন সামন্ত সর্দারগণ!

১ম-সা-সর্দার। মহারাণা! আর কতকাল এই ভাবে আমাদের পাঠান বাদশার অবরোধ সহ্য করতে হবে? চিতোর ত' আজও বীর-শূন্য হয়নি মহারাণা!

২য়-সা-সর্দার। এর একটা বিহিতের জন্যই আজ আমরা আপনার নিকট উপস্থিত হয়েছি মহারাণা।

লক্ষ্মণ সিংহ। সামন্ত সর্দারগণ! আমি জানি চিতোরের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর অভাব নেই। আর এও জানি চিতোরের গৌরব-সম্মান রক্ষার্থে চিতোরের প্রতিটি নগণ্যতম অধিবাসীও অকাতরে প্রাণ দিতে এখনো প্রস্তুত—

২য়-সা-সর্দার। তবে আপনি যুদ্ধে বিলম্ব করছেন কেন মহারাণা?

লক্ষ্মণ সিংহ। চিতোরের চিরহিতাকাঙ্ক্ষী সামন্ত সর্দারগণ! বক্ষে হীন লালসার আগুন জেলে যে শত্রু প্রার্থীর ছদ্মবেশে দীর্ঘ মাসাবধিকাল বিরাট বাহিনী নিয়ে চিতোর গড় অবরোধ করে বসে আছে তার বিরুদ্ধে সম্মুখ সংগ্রামে লিপ্ত হবার পূর্বে—আমাদেরও সর্বতোভাবে প্রস্তুত হয়ে তবে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন নয় কি?

১ম সর্দার। মহারাণা!

লক্ষ্মণ। শুনুন সামন্ত সর্দারগণ! আমিও পরম নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে ছিলাম না। সৈন্য ও যুদ্ধ-প্রস্তুতি আমার সম্পূর্ণপ্রায়—যে হীন লালসার আগুন পাঠান তার বক্ষে প্রজ্জ্বলিত করেছে—অচিরাৎ সেই অনলেই তার বহ্নুৎসব হবে।

সর্দারগণ। জয়! মহারাণা লক্ষ্মণ সিংহের জয়!

ভীম সিংহ। সমগ্র রাজস্থানের মুকুটমণি এই চিতোর, রাজপুত জাতির প্রাণের চাইতেও প্রিয়। মুসলমানেরা প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষই গ্রাস করেছে। দুর্দ্ধর্ষ পাঠানশক্তির সংগে যুদ্ধ করে একের পর এক বড় বড় হিন্দু রাজত্ব সবই প্রায় আজ লুপ্ত। পাঠান আজ চিতোরের দ্বারদেশে এসে দাঁড়িয়েছে—এখনো যদি আমরা তাদের গতি না রোধ করি পাঠানের করাল গ্রাসে হিন্দুর অস্তিত্বটুকু পর্যন্ত লোপ পাবে।

১ম-সা-সর্দার। না। শত্রুর শেষ রাখবো না আমরা। যে উপায়ে হোক এবারে পাঠানদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে।

লক্ষ্মণ সিংহ। স্পর্দ্ধা যবনের, চিতোরের কুললক্ষ্মীকে সে দাবী করে---

২য়-সা সর্দার। মা পদ্মিনী শুধু চিতোরের কুললক্ষ্মীই নন মহারাণা, সমগ্র চিতোরবাসীর জননী। প্রাণলক্ষ্মী। মায়ের অপমান সমগ্র চিতোর-সন্তানের ক্ষাত্রধর্মের অপমান। তাদের সমস্ত পৌরুষের নামে অপমান। এ অপমানের প্রতি[illegible]।

লক্ষ্মণ সিংহ। সামন্ত সর্দারগণ! ভীমরানা স্থিরপ্রতিজ্ঞ, আমরা এর প্রতিশোধ নেবোই। [illegible] পাপ যবন যে চিতোরের কুললক্ষ্মীর প্রতি অসম্মানজনক প্রস্তাব জানিয়েছে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অগ্নিদাহ [illegible]। শুধু রাজ-[illegible], ভীমরানা সংবাদ [illegible] চারণদের ও চিতোরের সর্বত্র, [illegible] কণ্ঠ—ওঠ, জাগো।

সহসা এমন সময় ওপারের বৃক্ষবৃন্দের ফাঁক দিয়ে একটি বর্ম মণ্ডিত চারু হস্ত দেখা গেল, একগাছা রক্ত-পদ্মবীজের মালা মহারানার [illegible] এসে পড়লো। ভীম সিংহ প্রথমে মালাটি ভূমি হতে তুলে সকলকে লক্ষ্য করে বলে

ভীমরানা। দেখুন মহারানা! দেখুন সামন্ত সর্দারগণ! আমার স্ত্রী পদ্মিনীর রক্ত-পদ্মবীজের মালা। জয় মা ভবানীর জয়!

সকলে। জয়। রাণী পদ্মিনীর জয়। জয় চিতোরলক্ষ্মীর জয়!

। সকলে একত্রে অসি কোষমুক্ত করে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে।

জয়! মহারানা লক্ষ্মণ সিংহের জয়!

সহসা এমন সময় ত্রস্ত পদে সৈন্যাধ্যক্ষ গোরা কক্ষে এসে প্রবেশ করল

গোরা। মহারানা! । অভিবাদন জানায়।

লক্ষ্মণ। কি সংবাদ গোরা?

গোরা। মহারানা! বাদশা আলাউদ্দীনের জরুরী পত্রবাহী অনুচর দ্বারে উপস্থিত।

ভীম। [সবিস্ময়ে] আলাউদ্দীনের পত্রবাহী অনুচর।

লক্ষ্মণ। যাও গোরা, পত্রবাহীকে এই কক্ষেই নিয়ে এসো। সামন্ত সর্দারগণ, আপনারাও ক্ষণেক অপেক্ষা করুন। ধূর্ত পাঠান নিশ্চয়ই কোন দুরভিসন্ধি নিয়ে আবার পত্রবাহী অনুচর প্রেরণ করেছে।

৩য়-সর্দার। হয়ত সন্ধির প্রস্তাব—

১ম-সর্দার। সন্ধি! সেই শয়তান পাঠানের সঙ্গে সন্ধি প্রাণ থাকতে নয়।

লক্ষ্মণ। অনুমানের কোনই প্রয়োজন নেই সর্দারগণ! সন্ধির প্রস্তাব করে পাঠাবে ধূর্ত আলাউদ্দীন? উহু—তা সম্ভব নয়। হয়ত এ তার কোন এক নতুন কৌশল।

[গোরার সঙ্গে সঙ্গে বাদশাহী অনুচর মোবারকের প্রবেশ। সকলকে অভিবাদন জানায় পত্রবাহী অনুচর।]

মোবারক। সমগ্র হিন্দুস্থানের একাধীশ্বর স্বয়ং মালেক বাদশার একখানা জরুরী পত্র নিয়ে চিতোরের মহারানার নিকট এসেছি।

লক্ষ্মণ। কই! দেখি কি পত্র?

। মোবারকের হস্ত হ'তে পত্রখানা গোরা নেয়, এবং গোরার হস্ত হ'তে নেন ভীমরানা, তিনি মহারানার হস্তে পত্রখানি তুলে দেন। মহারানা পত্রখানা পড়তে থাকেন। ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। অন্যান্য সকলে উদগ্রীব হয়ে মহারানার দিকে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে চেয়ে থাকে।

ভীম। [অতঃপর মহারানার হস্ত হতে পত্রখানি হাতে নিয়ে সাগ্রহে পড়তে পড়তে]

হুঁ। সামন্ত সর্দারগণ, আপনারাও শুনুন। গোরা পত্রবাহী অনুচরকে কিছুক্ষণের জন্য পার্শ্বকক্ষে অবস্থান করতে দাও,—পত্রের জবাব এক্ষুনি আমার দেবো।

গোরা ও পত্রবাহীর প্রস্থান করবার পর

[উচ্চ কণ্ঠে পত্র পাঠ] শুনুন, বাদশা লিখছেন : মহারানা লক্ষ্মণ সিংহ। চিতোরের সঙ্গে আমার কোন শত্রুতা নেই। সুদূর দিল্লী হ'তে ভীম রানার মহিষীর অলৌকিক রূপ লাবণ্যের বর্ণনা শুনে চিতোর দ্বার-প্রান্তে ভিক্ষার পাত্র নিয়ে এসে উপস্থিত হয়েছিলাম—সেই রূপশ্রীকে ভিক্ষা চেয়ে নিয়ে যাবো বলে। কিন্তু বিবেচনা করে দেখলাম—আমার এ প্রার্থনা অসংগত ও অন্যায়। আমি তাই মনস্থির করেছি পদ্মিনীকে আর আমার প্রয়োজন নেই। চিতোরলক্ষ্মী চিতোরেই থাকুন। আমি আবার দিল্লীতেই প্রত্যাবর্তন করবো—কিন্তু একটি শর্তে। একবার যদি সেই অপূর্ব মোহিনী পদ্মিনীকে আপনারা আমায় অন্ততঃ আর্শির মধ্যেও দেখতে দেন—তবেই আনন্দিত চিত্তে অবিলম্বে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করতে পারি। আর আমার এই সামান্য প্রস্তাবেও আপনারা যদি সম্মত না হন তাহলে যুদ্ধের জন্যই আপনারা প্রস্তুত এই আমি বুঝবো—

লক্ষ্মণ। না! না এ অসম্ভব!

সর্দারগণ। অসম্ভব! অসম্ভব!

ভীম। শুনুন মহারানা, শুনুন সামন্ত সর্দারগণ, আমার অভিমত বাদশা প্রেরিত আর্জিকার এই পত্র ভগবান প্রদত্তই ইংগীত।

লক্ষ্মণ। ভীমরাণা?

ভীম। না! না মহারাণা! কথাটা আর একবার চিন্তা করে দেখুন। সত্যই যদি বাদশা আলাউদ্দীন বারেকের জন্য মাত্র দর্পণে রাণী পদ্মিনীকে দেখতে পেলেই সন্তুষ্ট হয়ে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করে, তার চাইতে এই বিপদে সুন্দর ও সহজ মীমাংসা কি আর হতে পারে? মুষ্টিমেয় সৈন্যবল নিয়ে বাদশার বিরাট বাহিনীর সম্মুখীন হওয়ার চাইতে বাদশার এ প্রস্তাব কি সহস্র গুণে গ্রহণযোগ্য নয়? সামন্ত সর্দারগণ, আপনারাও ভেবে দেখুন। বিনা লোকক্ষয়ে, বিনা রক্তপাতে যদি এত সহজেই এ সংগ্রামের মীমাংসা হয়ে যায়—আশা করি সে ক্ষেত্রে রাণী পদ্মিনীও চিতোরের এ প্রস্তাবে অসম্মতা হবেন না।—

[সহসা আলো। এমন সময় উপরের বুরুজ থেকে পদ্মিনীর মুক্তার কণ্ঠহার ভীমসিংহের পদতলে এসে পড়ল। কণ্ঠহারটি তুলে নিয়ে]

দেখুন মহারাণা! আমার স্ত্রী পদ্মিনীর কণ্ঠের ভূষণ! তিনি নিজেও স্বেচ্ছায় মাতৃভূমি চিতোরের জন্য সামান্য এ আত্মোৎসর্গটুকু করতে প্রস্তুত। কণ্ঠহার তারই স্বীকৃতি।

লক্ষ্মণ। কিন্তু ভীমরাণা—অন্তঃপুরের লজ্জা সম্ভ্রম। পুরলক্ষ্মীর মর্যাদা—

ভীম। দর্পণে প্রতিবিম্বিতা ছায়া—ছায়া মাত্র! স্বীকৃত হোন মহারাণা। এ সুযোগ হারাবেন না।

লক্ষ্মণ। বেশ! কিন্তু আবার, আবার বলছি ভীমরাণা—এতে শুভ হবে না! হতে পারে না! হতে পারে না! অমঙ্গলের পূর্বাভাষ, এ শুধু অমঙ্গলের পূর্বাভাষ। জানতাম এ দর্পণের ছায়া নয়, মহাকালের ছায়া।

[স্খলিত পদে মহারাণার প্রস্থান এবং মঞ্চও ঐ সঙ্গে অন্ধকার হয়ে যায়।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

চিতোর—পথ

[সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়. একদল রাজপুতানী মেয়ে গাগরী নিয়ে অদূরবর্তী ঝরণায় জল ভরতে চলেছে। কণ্ঠে তাদের গান]

গীত

নাচে ঝর্ণা! নাচে ঝর্ণা!
কলকল্ ছলছল্
বিদ্যুৎ চমকে ঠমকে ঠমকে
উতরোল চল্ চল্।
রিণি ঝিনি রিণি ঝিনি নূপুর পায়
সুন্দরী তটিনী নেচে নেচে যায়,
গাগরী ভরনে তোরা কে যাবি বল্
নটিনী তটিনী ডাকে চল্ চল!

[গীতান্তে সকলে চলে গেল কেবল দু'টী তরুণী গাগরী নিয়ে পশ্চাতে থেকে গেল। একজনের নাম মীরা অপরটির নাম চন্দ্রা]

মীরা। হাঁরে, চম্পার খবর জানিস কিছু? চিতোরে সে ফিরে এসেছে শুনলাম, কিন্তু কই, এক দিনের তরেও ত তাকে দেখলাম না ভাই?

চন্দ্রা। দেখবি কি ভাই! তার মা বাপও তাকে বাড়িতে ত ঢুকতে দেয় নি। মুসলমানের হারেমে নাকি এতদিন ছিল, হিন্দুর মেয়ে—

মীরা। বলিস কিরে? তবে সে এখন আছে কোথায়?

চন্দ্রা। তার সেই বুড়ি আয়ির বাড়িতে। এই ত এখান হতে কিছু দূরে ঐ বনের ধারে তার আয়ির বাড়ি। অন্ধকার ঘনিয়ে এলে ও ঝরণায় জল ভরতে আসে। কাল ঝরণায় যেতে আমার দেরী হয়ে গিয়েছিল, ফিরবার পথে এইখানেই হঠাৎ দেখা হয়ে গেল।

মীরা। এইখানে?

চন্দ্রা। হাঁ। তাইত আজও একটু দেরী করে বের হয়েছি। এক্ষুনি সে এসে পড়বে—

[চন্দ্রার কথা শেষ হবার পূর্বেই দূরে নেপথ্যে ভেসে এলো চম্পার গান।

গীত

মেঘেরে চাহিয়া কাঁদে মরুভূমি

অনন্ত হাহাকারে

তৃষিত বেদনা মরু ঝড় হয়ে

বয়ে যায় বারে বারে।

নাহি শ্রাবণের ঘন নীল মায়া—

দগ্ধ পরাণে নাহি কোন ছায়া

চির বিরহের অসীম শ্মশানে

জাগি মরণের পারে।

[নেপথ্যে চম্পার গান শোনা গেল]

চন্দ্রা। ঐ! ঐ বুঝি চম্পা গান গাইতে গাইতে আসছে। তুই যা ভাই জল আনতে যা, আমি ওর সঙ্গে দুটো কথা বলে আসছি।

[গান গাইতে গাইতে চম্পার প্রবেশ]

নাহি শ্রাবণের ঘন নীল মায়া

দগ্ধ পরাণে নাহি কোন ছায়া

চির বিরহের অসীম শ্মশানে

জাগি মরণের পারে।

[গান গাইতে গাইতে চম্পার প্রবেশ। গান শেষ হ'য়ে গেলে চন্দ্রা এগিয়ে আসে]

চন্দ্রা। চম্পা!

চম্পা। কে? সই চন্দ্রা?

চন্দ্রা। হাঁ, ভাই।

চম্পা। এখনো বুঝি জল ভরতে যাস নি ভাই!

চন্দ্রা। না! আমি তোর আসবার অপেক্ষাতেই ছিলাম।

চম্পা। ভাল করিস নি ভাই, লোকে জানতে পারলে তোকে দুষবে।

চন্দ্রা। হুঁ দুষবে! দুষুক গে! তা হ্যাঁরে, চেহারার কি ছিরি করেছিস? চুল বাঁধিস নি পর্যন্ত!

চম্পা। [করুণ কণ্ঠে] চুল! না, ওসব আর ভাল লাগে না, তাছাড়া আর কার জন্যই বা কেশ, বেশ, প্রসাধন! সাজবার দিন আমার ফুরিয়েছে।

চন্দ্রা। আশ্চর্য! গোরাও তোকে চিনলে না? পুরুষ জাত অমনিই বটে।

চম্পা। না! না! তাঁর তো কোন দোষ নেই! সত্যিই তো আমি মুসলমানের হারেমে এতদিন ছিলাম—

চন্দ্রা। ওর দিকে আর টানিস নি ভাই! এতদিনকার জানাশোনা; এই কি বিচার? পুরুষের ভালবাসা কিনা? তুই বলে সহ্য করে আছিস, প'ড়ত আমার হাতে কেমন মরদ সে দেখে নিতাম একবার—

চম্পা। যেতে দে ভাই ও-কথা! জানিস ভালবাসার জনের কাছে আর যাই হোক ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে গিয়ে দাঁড়ান যায় না।

চন্দ্রা। ভিক্ষা! তুই কাকে বলছিস ভাই? এ যে তোর দাবী?

চম্পা। দাবীই বটে! যে দাবী করুণার দ্বারে ভিখারী, মর্যাদাহীন ভিক্ষাই সে! যাক ভাই তোর সঙ্গে দেখা হল ভালই হলো—

চন্দ্রা। ও কথা বলছিস কেন ভাই?

চম্পা। মেয়েমানুষ চম্পার এবার মৃত্যু হবে—

চন্দ্রা। না! না! ওসব কি কথা ভাই? ভুলেও ওসব কথা মনে আনিস না।

চম্পা। না! নারী হয়েও যে তার ভালবাসার জনকে দাবী করতে পারলে না—তার সে সত্তার প্রয়োজন কি! এবার পুরুষের বেশ নেবো! অসি চালাতে জানি, ঘোড়ায় চড়তে জানি—পুরুষের বেশে সৈন্যের দলে গিয়ে নাম লিখাবো!

চন্দ্রা। সর্বনাশ! ওসব কি কথা রে! না না! ওসব মতলব তুই ছেড়ে দে।

চম্পা। না! মনোস্থির করে ফেলেছি! এ জীবনে ঘৃণা ধরে গেছে।

চন্দ্রা। না ভাই এসব পাগলামী—

চম্পা। না, ঐ আমার সঙ্কল্প! স্বামী বলে সে আমায় পাশে তার ঠাঁই দিলে না ভাই—নাই দিক! সাধারণ একজন সৈনিক বেশে সৈন্যাধ্যক্ষের পাশে ঠাঁই হয়ত একটু পাবো। তবু, অন্তত পাশাপাশি না হলেও কাছাকাছি থাকতে পারবো। সর্বদা না হয় দিনান্তে একটিবার দেখতেও ত পাবো, দুটো মুখের কথাও ত' শুনতে পাবো। আর কিছু নাই পাই, প্রয়োজনের দিনে যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁরই পাশে দাঁড়িয়ে দেশের জন্যে প্রাণটুকুও ত দিতে পারবো।

চন্দ্রা। ভাই চম্পা!—

চম্পা। [কতকটা আত্মগত ভাবে] হুঁ! মৃত্যুর সময়টিতে আশেপাশে সেও হয়ত কোথাও থাকবে—মৃতদেহ সৎকারের সময় আমার সত্যিকারের পরিচয়টা সকলে যখন জানতে পারবে, সংবাদ পেয়ে নিশ্চয়ই সে হয়ত একবার দেখতে আসবে, শিয়রে এসে দাঁড়াবে, তখন হয়ত আর মুসলমানের হারেমে ছিলাম বলে আমায় ঘৃণা করবে না, লোকে না শুনলেও মনে মনে হয়ত একটিবার চম্পা বলে ডাকবে! আমি, আমি শুনবো সে ডাক! আমি শুনতে পাবো! চম্পা! চম্পা!

[দ্রুত চঞ্চল পদে চম্পা চলে যায়, চন্দ্রা চেয়ে থাকে]

চন্দ্রা। চম্পা! চম্পা!

[চম্পার পশ্চাৎ পশ্চাৎ এগিয়ে যায়। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে গেল]

তৃতীয় দৃশ্য

[চিতোর কেল্লার মধ্যস্থিত একটি সুসজ্জিত কক্ষ। কক্ষের মধ্যস্থলে মূল্যবান আসন এবং তার পশ্চাতে একটি কালো পর্দা প্রলম্বিত—তার অন্তরালে একটি দর্পণ। অরিসিংহ, অজয়সিংহ ও সর্দারগণ দণ্ডায়মান আছে। ভীমসিংহ ও আলাউদ্দীনের প্রবেশ।

ভীম। আসুন, আসুন মহামান্য বাদশা, আপনার পদার্পণে চিতোর-প্রাসাদ আজ ধন্য হলো—আসুন, আসন গ্রহণ করুন।

[আলাউদ্দীন আসনে উপবেশন করলেন, ভীমসিংহ ইঙ্গিত করাতে নর্তকীদের প্রবেশ ও গীত শুরু হল। অন্যান্য সকলের প্রস্থান। গীতান্তে নর্তকীদের প্রস্থান]

ভীম। হিন্দুস্থানের মহামান্য বাদশাকে অতিথিরূপে পেয়ে চিতোর আজ ধন্য হ'ল! মহারানার পক্ষ হতে, চিতোরবাসীর পক্ষ হতে আপনাকে আমি অভিবাদন জানাচ্ছি। মহারানা নিজে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় আপনার সম্বর্ধনায় উপস্থিত থাকতে পারলেন না সে জন্য তিনি বিশেষ দুঃখিত।

আলা। দুঃখিত হবার কোন প্রয়োজন নেই ভীমরানা। আপনাদের আতিথ্য ও সৌজন্যে আমি পরম পরিতৃপ্ত। তাছাড়া উভয়পক্ষে বন্ধুত্ব যখন হলোই ভবিষ্যতে মহারানার সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ হবে বৈকি!

[ভীমসিংহ অদূরে কোন এক সময়ে রক্ষিত দণ্ডের 'পরে পানাধার হ'তে একটি রূপার পাত্র হাতে এগিয়ে এসে]

ভীম। শাহেনশা! মেবারের রাজপুতদের শ্রেষ্ঠ ও বিখ্যাত পানীয় আমিল—একটু ইচ্ছা করুন।

আলা। [পাত্রটি হাতে নিয়ে সন্দিগ্ধ ভাবে] আম্বিল!

ভীম। হাঁ, চিতোরের রাজোদ্যানে বিশেষভাবে রোপিত ইরাণী দ্রাক্ষা-নিয়াস হ'তে তৈরী এই আম্বিল!

আলা। [স্বগত সংশয়চিত্তে] আম্বিল!

ভীম। বাদশাকে যেন একটু চিন্তান্বিত মনে হচ্ছে! [মৃদু হেসে] আজ রাত্রে বাদশা মহারানার সম্মানিত অতিথি! আসুন বাদশা, আম্বিল পান করুন!

আলা। [সলজ্জভাবে পাত্র তুলে] হা হা আম্বিল! [ধরে ফেলে পুনরায় পাত্র নিলেন]

আলা। ভীমরানা, হঠাৎ একটা কথা মনে পড়লো—

ভীম। যদি বিশেষ কোন আপত্তির কারণ না থাকে—কি এমন কথা হঠাৎ বাদশাকে চিন্তান্বিত—

আলা। বিশেষ তেমন কথা নয়—ভাবছিলাম চিতোরগড় হতে শিবির আমার অনেকটা দীর্ঘপথ! একাকী এই ঘোর কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি—

ভীম। সে কি বাদশা! আপনি আজ মহারানার সম্মানিত অতিথি—আমি স্বয়ং বাদশার দেহরক্ষী হয়ে চিতোরগড়ের সান্নদেশ পর্যন্ত বাদশাকে সসম্মানে পৌঁছে দিয়ে আসবো—

আলা। না না—ভীমরানা! আপনি নিজে কেন বৃথা আবার এত রাত্রে কষ্ট স্বীকার করবেন।

ভীম। কষ্ট! বিলক্ষণ! চিতোরের মহারানার সম্মানিত অতিথি আপনি বাদশা! রাজপুতের কাছে অতিথি যে দেবতার মত—তাছাড়া এ যে আমাদের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য!

আলা। আমার কি মনে হচ্ছে হচ্ছে জানেন ভীমরানা?

ভীম। বলুন বাদশা?

আলা। আজ যেমন নির্ভয়ে আমি আপনাদের ওপর বিশ্বাস স্থাপনা

করতে পারছি— ভাবছি আপনারাও আমাকে ঠিক তেমনি বিশ্বাস স্থাপনা করতে পারছেন কি না ?

ভীম। দিল্লীশ্বরের সৎউদ্দেশ্য চিন্তার কি কোন হেতু ঘটেছে ?

আলা। না ! না – আপনাদের আতিথেয়তা সত্যই আমাকে মুগ্ধ করেছে। চিতোর প্রাসাদে একটি রাত্রের এই সৌজন্য চিরদিন স্মরণ পথে জাগরুক থাকবে আমার। কিন্তু ভীমরাণা বাকি অনেক হলো এইবার সেই ভুবনাকর্ষিণী অপরূপ রূপলাবণ্যময়ী রাণী পদ্মিনীকে দেখবার জন্য সুদূর দিল্লী হতে চিতোরে এসেছি —তাকে একটিবার দর্শন করান, খুশীমন নিয়ে ফিরে যাই—

ভীম। বেশ তাই হোক ! রাজপুত যে বাক্য একবার দান করে তার অন্যথা কদাপি করে না। [পশ্চিম কক্ষস্থিত কালো পর্দাটি সহসা একপাশ দিয়ে সরিয়ে দেন সঙ্গে সঙ্গে বাদ্যধ্বনি শোনা গেল।] ঐ দেখুন বাদশা ! সম্মুখের দর্পণে ঐ প্রতিবিম্বিতা নারীই আমার রাণী পদ্মিনী।

[দর্পণে অপরূপ রূপলাবণ্যময়ী পদ্মিনীর প্রতিকৃতি দৃষ্টিগোচর হলো স্তম্ভিত বাদশা অবাক বিস্ময়ে দর্পণের দিকে তাকিয়ে থাকেন মুখে তার কথা নেই। হঠাৎ যেন সম্বিৎ [illegible] দর্পণ দিকে অগ্রসর হল বাদশা]

ভীম। শাহেনশা বাদশা ! পদ্মিনী চিতোরের রাজঅন্তঃপুরের বধূ ! [ভীমসিংহ পর্দা টেনে দেন]

আলা। না ! না ! আর [illegible] দেখলাম আমি ! কি দেখলাম ! তামাম দুনিয়ার [illegible] স্তব্ধ হবা।

[পুনরায় পর্দার দিকে অগ্রসর হন আলাউদ্দীন ভীমসিংহ এগিয়ে এসে বাদশার পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে বিনীত স্বরে বলেন]

ভীম। বাদশাহকে নিশ্চয়ই স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না যে, তিনি আজ এখানে মেবারের মহারাণার সম্মানিত অতিথি—

আলা। কি! কি! দেখলাম? মেঘবৃত আকাশবক্ষে রাজাবো বিজুরীর চকিত-চমক! স্বপ্ন, না সত্য! মায়া, না যাদু! ... ভীমরানা! আর আর একটিবার দেখতে দিন ... ...

ভীম। বাদশা, আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি আমাদের পরস্পরের প্রতিশ্রুতি, বিস্মৃত হবেন না। অন্তঃপুরচারিণী—কুলবধূ পদ্মিনী।

আলা। আর একটিবার...একটিবার আমি তাকে দেখবো

ভীম। না তা হবে না!

আলা। [তলোয়ার বাহির করিয়া] রানা ভীমসিংহ!

ভীম। বাদশা আলাউদ্দীন!

আলা। [স্বগত] না! না! এখানে নয়—এখানে নয়—এ অপমানের প্রতিশোধ সমগ্র চিতোর আমি [সঙ্গে সঙ্গে উন্মুক্ত তরবারী হস্তে সর্দারগণের প্রবেশ করায়] ভীমরানা! জানি না আমার অশিষ্ট আচরণকে আপনি ক্ষমা করতে পারবেন কিনা? তবু আত্মবিস্মৃত হয়ে মুহূর্ত পূর্বে যে অন্যায় আচরণ করেছি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি! ভীমরানা—

ভীম। কোন প্রয়োজন নেই বাদশা, রাজপুতের নিকটে অতিথিকে ক্ষমা চাইতে হয় না! ক্ষমা তার দাবী! আসুন—রাত্রি তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ প্রায়—আসুন বাদশা।

আলা। [চলতে উদ্যত হয়ে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে] ভীমরানা, আমি যেমন আপনাদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে এই চিতোর গড়ে একাকী নিঃসঙ্গ অবস্থায় এসেছি, প্রত্যাগমনের পথে আপনি বোধ হয় সেই বিশ্বাস রাখতে পারছেন না বলে এইসব দেহরক্ষীদের নিয়ে আমার অনুগামী হবেন?

ভীম। না বাদশা বলেছি ত অন্য কোন সঙ্গী নয়, [ভীমসিংহের ইঙ্গিতে সর্দারগণের প্রস্থান] আমি স্বয়ং আপনার দেহরক্ষী হয়ে চিতোর-গড়ের সানুদেশ পর্যন্ত পৌছে দিয়ে আসব।

আলা। মেরা দোস্ত……আপনার এই মহত্ত্বের প্রতিদান দিতে আলাউদ্দীন কখনো বিস্মৃত হবে না। আসুন! [উভয়ের প্রস্থান]

[মঞ্চ অন্ধকার হ'য়ে গেল]

চতুর্থ দৃশ্য

চিতোর-গড় সান্নুদেশ।

[অন্ধ রুকনউদ্দীনের লাঠি হাতে ধীরে ধীরে প্রবেশ]

রুকন। বাদশা আলাউদ্দীন! বাইরের আলো, রোশনাই তুমি আজ আমার দুটি চক্ষু হতে চিরতরে ছিনিয়ে নিয়েছো সত্য—কিন্তু দীন-দুনিয়ার মালিক এই অন্ধ চক্ষে দিয়েছেন আজ নতুন এক আলো! সে আলোয় আজ আমি সব…সব দেখতে পাচ্ছি বাদশা!

[দূরে নেপথ্যে চম্পার গলা শোনা গেল]

চম্পা। কে! কে ওখানে, [চম্পার প্রবেশ] এই নির্জন রাত্রে চিতোর সান্নুদেশে! কে! কে তুমি?

রুকন। কে! কে? একি! কার কণ্ঠস্বর! কে! কে! কে কথা বললে? জবাব দাও! ওগো জবাব দাও!

চম্পা। কে! তুমি?

রুকন। তুমি কে, তুমি কি চম্পা! বল! বল! চুপ করে থেক না, বল! ও কণ্ঠস্বর ত আমার ভুলবার নয়! ও ত ভুলবার নয়!

চম্পা। একি শাহাজাদা! শাহাজাদা রুকনউদ্দীন!

রুকন। [আবেগে] চম্পা! চম্পা! সত্যই তাহলে তুমি চম্পা! কাছে এসো! কাছে এসো! আমি—আমি ত আর দেখতে পাইনা চম্পা!……

চম্পা। শাহাজাদা রুকনউদ্দীন!

রুকন। শাহাজাদা! না-না—আর শাহাজাদা রুকনউদ্দীন নয়! সে মরেছে! সে হারিয়ে গেছে চিরতরে—এ তার কঙ্কাল!

চম্পা। কিন্তু কে! কে আপনার এ দশা করলে শাহাজাদা?

রুকন। স্বয়ং বাদশা আলাউদ্দীন—তাঁরই আদেশে দু'টি চক্ষু আমার উৎপাটিত হয়েছে চম্পা!

চম্পা। বাদশা! বাদশার আদেশে! কিন্তু কী! কী অপরাধে!

রুকন। অপরাধ পাঠান শিবির হতে তাঁর বিনা অনুমতিতে তোমায় মুক্তি দিয়েছি—এই আমার অপরাধ!

চম্পা। শাহাজাদা! শাহাজাদা ক্ষমা করুন! আমায় ক্ষমা করুন!

রুকন। তোমার তো কোন অপরাধ নেই চম্পা! এই হয়ত ছিল আমার ভাগ্যের লিখন!

চম্পা। নিষ্ঠুর হৃদয়হীন বাদশা, দেখা করব—হ্যাঁ। তাঁর সাথে আমি দেখা করব। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করব, কেন! কেন এই হৃদয়হীন পৈশাচিক কাজ তিনি করলেন? শয়তান! নিষ্ঠুর!

রুকন। দুনিয়ার বাদশারা চিরদিন এমনিই নিষ্ঠুর হয় চম্পা! এমনই নিষ্ঠুর হয়! সুউচ্চ রঙ্গমহালের রঙিন স্বপ্নালোকে তারা বিচরণ করে—চতুঃস্পার্শ্বে দিবারাত্র তাদের সঙ্গীতের স্বপ্ন—নর্তকীর নুপুরের ধ্বনি!......রাজপথের দুঃখীর কান্না ত' পৌছায় না তাদের কানে!

চম্পা। শাহাজাদা! একটা অনুরোধ রাখবেন চম্পার?

[অনুতপ্ত কণ্ঠে]

রুকন। আর শাহাজাদা নয় চম্পা! বল রুকনউদ্দীন, মুসাফির, ভিক্ষুক! ভিক্ষুকের কাছে অনুরোধ! বল, বল চম্পা কি তুমি বলতে চাও!

চম্পা। শাহজাদা! অন্ধ আপনি! বাদশার মহালের দ্বার আজ আপনার কাছে রুদ্ধ হলেও চম্পার দ্বার খোলা আছে। আসুন আপনি, আমার আমির কুটিরে আমি নিজে আপনাকে সর্বদা দেখবো। সেবা করবো। পাশে পাশে থাকবো।

রুকন। পাশে পাশে থাকবে তুমি। লোভ হচ্ছে বটে রুকন-উদ্দীনের, কিন্তু না চম্পা, আর গৃহ নয়। আর গৃহ নয়, দীন-দুনিয়ার মালিকই যখন আমার গৃহের বাঁধন ছিন্ন করে দিলেন তখন আর গৃহ নয়। এই পায়ে চল[illegible] পথই আজ আমার গৃহ, দূর পথে যানেওয়ালা মুসাফির……

[টলতে টলতে প্রস্থান]

চম্পা। রুকনউদ্দীন, রুকনউদ্দীন!

[পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান]

[এমন সময় আগে ভীমসিংহ ও পশ্চাতে আলাউদ্দীনের প্রবেশ। প্রবেশ করিয়া ভীমসিংহ আলাউদ্দীনকে সম্বোধন করিয়া বললে—]

ভীম। বাদশা আমাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলাম, এবার বিদায়; এই চিতোর-গড়ের সানুদেশ!

আলা। ওঃ, এই সানুদেশ!

ভীম। হাঁ বাদশা! এবার আমি প্রত্যাবর্তন করবো।

আলা। [দূরে চিতোর কেল্লার দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ পরে স্বগতভাবে]

ঐ চিতোর দুর্গ! পদ্মিনী! কালো আশমানের বুকে হাজারো বিজলীর রোশনাই যেন চকিতে এক ঝলকে মিলিয়ে গেল, হ্যাঁ, কি বলছিলেন ভীমরানা! প্রত্যাবর্তন!

ভীম। হাঁ। এবার আমি বিদায় নেবো বাদশা। আদাব!

আলা। কোথায় যান ভীমরানা!

ভীম। কেল্লায়—

আলা। কেল্লায়! এই নিশুতি রাত্রে একাকী এই দুর্গম পথে—না-না ভীমরানা তাই কি হয়—বিশেষ করে আপনাদের এত আতিথ্য ও সৌজন্যের পরে।

ভীম। [সন্দিগ্ধচিত্তে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া] বাদশা!

আলা। না রানা ভীমসিংহ! এই দীর্ঘপথ ক্লেশ স্বীকার করে আপনি আমার সঙ্গে সঙ্গে যখন এসেছেনই, বাকীপথটুকু ও—

ভীম। বাদশা আলাউদ্দীন!

আলা। হাঁ, রানা ভীমসিংহ! বাকী পথটুকুও আপনাকে—মেহেরবাণী করে আমার সঙ্গেই যেতে হবে।

ভীন। যেতে হবে?

আলা। [মাথাটা দুলিয়ে মৃদু হাস্তে] রানা ভীমসিংহ। আমার একটা পোষা বাজপাখী আছে সোনার জিঞ্জিরীতে সেটা থাকে বাঁধা, ভ্রমণকালে সেটা আমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। মাত্র কয়েকদিন পূর্ব্বে সন্ধ্যাকালে অশ্বারোহণে এই পথ দিয়েই আমি যাচ্ছিলাম। হঠাৎ দূর আকাশপথে চোখে পড়ল একজোড়া শুক-সারী, কি খেয়াল হ'ল জিঞ্জিরী খুলে বাজটাকে দিলাম ছেড়ে। হাওয়ার গতিতে চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে বাজটা গিয়ে শিকার করলো শুকটাকে, সঙ্গীহারা সারীটা আর্ত্ত চীৎকার করে আমার মাথার 'পরে উড়তে লাগলো পাক খেয়ে খেয়ে। আমি কিন্তু ফিরে গেলাম শুকটাকে নিয়ে আমার শিবিরে। তারপর কি হলো বলুন'ত?

[বাদশা ভীমসিংহের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসতে থাকে। ভীমসিংহ গম্ভীর]

পারলেন না বলতে ভীমরানা। কি মুসিব্বৎ দেখুন! সেই শুকহারা সারী শেষ পর্যন্ত আপনা থেকেই এসে ধরা দিলে আলাউদ্দীনের সোনার জিঞ্জিরীতে।

ভীম। বাদশা আলাউদ্দীন ?

আলা। হাঁ! ভীমরানা চিতোর দুর্গের শুক পাখী আমার যখন করায়ত্ত তখন শুকের প্রেমে অন্ধ সেই সারীও—

[ভীমসিংহ অসি কোষমুক্ত করিয়া যেমন ফিরিবেন অমনি আল্লাবক্স, রহমৎ, সোলেমন তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল]

বৃথা রক্তপাতে কোন ফল হবে ভীমরানা! কেবল এরাই নয় আরো পঞ্চাশজন শসস্ত্র সুশিক্ষিত সৈনিক এই পর্ব্বত সানুদেশের অতি সন্নিকটে যুদ্ধ আমার আদেশের অপেক্ষায় আছে।

ভীম। [অস্ত্র সংবরণ করে] এর অর্থ কি বাদশা আলাউদ্দীন!

আলা। বলেছি তো আপনাদের সৌজন্যে ও আতিথ্যে আমি মুগ্ধ তারই যৎসামান্য প্রতিদান দিতে চাই! রহমৎ, আল্লাবক্স, মহামান্য মহারানার খুল্লতাত ভীমরানা আমার অতিথি। তাঁর যোগ্য সম্মানে তাঁকে আমার শিবিরে নিয়ে এসো!

ভীম। [ক্রুদ্ধ গর্জ্জন করে] বিশ্বাসঘাতক আলাউদ্দীন! তবে সত্যই আমি তোমার বন্দী!

আলা। বন্দী! তোবা! তোবা! ভ্রমেও ওকথা মনে স্থান দেবেন না ভীমরানা! মহামান্য চিতোরেশ্বরের খুল্লতাত শ্রদ্ধেয় ভীমরানা আলাউদ্দীনের বড় বহু মান্য অতিথি!

ধীরে ধীরে যবনিকা নেমে এল

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

চিতোর—প্রাসাদ কক্ষ

[একাকিনী পদ্মিনী উপবিষ্ট]

পদ্মিনী। প্রিয়তম! বিবাহের পর এই আমাদের প্রথম বিচ্ছেদ! কুক্ষণে! কুক্ষণে দর্পণের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। দর্পণ! দর্পণ! কিন্তু আলাউদ্দীন! পাঠান বাদশা আলাউদ্দীন, দর্পণে সারীর রূপই দেখেছো কিন্তু জাননা তুমি সারীর বাঁকানো নখরে আছে তীব্র হলাহল। আস্বাস পাওনি সারীর সেই বিষাক্ত নখরের তীব্র কালকূটের। মহারানার কাছে তুমি পত্র পাঠিয়েছো চিতোরের শুক যখন তোমার করায়ত্ত— তখন সারীও আপনা হ'তে তোমার হাতে ধরা দেবে! হাঁ ধরা সে দেবে—[একাকী পদ্মিনী চিন্তামগ্ন]

গোরার প্রবেশ

গোরা। আমাকে ডেকেছ পদ্মিনী?

পদ্মিনী। কে! গোরা! এসো! হাঁ, আমি তোমায় ডেকে পাঠিয়েছিলাম।

গোরা। কিন্তু অসময়ে এই কক্ষে!

পদ্মিনী। গোরা মনে পড়ে ছয় বছর আগে রানার হাত ধরে সিংহল হতে যেদিন চিরবিদায় নিয়ে আসি, তুমি আর এতটুকু বালক বাদল ছায়ার মত আমার সঙ্গে সঙ্গে এসেছিলে—

গোরা। আজও ত গোরা, আর বাদল, তেমনি ছায়ার মতই তোমার সাথে সাথে অনুক্ষণ রয়েছে পদ্মিনী!

পদ্মিনী। জানি। আর তা জানি বলেই সর্ব্বাগ্রে আজ তোমাকেই মনে পড়লো—তুমি জান পাঠান বাদশা আলাউদ্দীন মহারানার নিকট আমার স্বামীর মুক্তির মূল্যস্বরূপ আমাকে দাবী করে পত্র পাঠিয়েছে।

গোরা। জানি! আর মহারানাও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। আগামীকল্য প্রাতেই আমাদের পত্রোত্তর যাবে—যুদ্ধ সাধ তার অবিলম্বেই মিটবে।

পদ্মিনী। যুদ্ধ! ভীমরানার মুক্তির জন্য যুদ্ধ। না তা হবে না গোরা!

গোরা। কি তুমি বলছো পদ্মিনী?

পদ্মিনী। চিতোরবাসীকে যুদ্ধ করতেই হবেই—কিন্তু এ পরাজয়েব গ্লানি গায়ে মেখে নয়। সর্ব্বাগ্রে ভীমরানার মুক্তি…তারপর যুদ্ধ!

গোরা। বুঝতে পারছি না কেমন করে তা সম্ভব হবে?

পদ্মিনী। কৌশলে। কৌশলে ভীমরানাকে আমরা মুক্ত করে আনবো। যে পরিকল্পনা আমি করেছি—তাতে বিপদের সম্ভাবনা যেমন সমূহ তেমনি সাহসের প্রয়োজনও প্রচুব। শোন গোরা একখানা পত্র প্রত্যূষে বাদশাব কাছে প্রেরিত হবে—তাতে লেখা থাকবে--আমি পদ্মিনী তার প্রস্তাব মতই সেচ্ছায তাব কাছে গিয়ে ধরা দেব, বিনিময়ে ভীমসিংহকে মুক্তি দিতে হবে।

গোরা। সেকি! এ তুমি কী বলছো পদ্মিনী।

পদ্মিনী। শোন তবে আমার পরিকল্পনা, ঠিব এইভাবে পত্র রচিত হবে: পদ্মিনী স্বেচ্ছায বাদশার শিবিরে গিয়ে ধরা দেবেন। তবে তাঁর পঞ্চাশজন প্রিয সহচরী তাঁর সঙ্গে যাবে তাকে বিদায় দিতে। বাদশাব শিবিরে যখন তিনি পদার্পণ করবেন, একমাত্র বাদশা ছাড়া আশ পাশে কোথায় দ্বিতীয় কেউ উপস্থিত থাকবে না, চিতোরের কুলবধূর এই সম্মানটুকু রক্ষার্থে আশা করি বাদশা কোনরূপ অসম্মত হবেন না।

গোরা। [হাসতে হাসতে] নিশ্চযই হবেন না। তারপর?

পদ্মিনী। তারপর বাকীটুকু তোমার করণীয। চিতোবের বাছাই করা পঞ্চাশজন বীর রাজপুত সৈন্যকে স্ত্রী-বেশে পদ্মিনীর সহচরীরূপে সাজাতে হবে তোমায?

গোরা। পদ্মিনী! পদ্মিনী—তুমি শুধু মোহিনীই নও! তুমি অপূর্ব্ব সত্যই তুমি আশ্চর্য!

পদ্মিনী। সেই পঞ্চাশ জন সৈন্য নিয়ে পঞ্চাশটি ডুলিতে করে তুমি বাদশার শিবিরে যাবে—

গোরা। রাজপুত সৈন্যদের স্ত্রী-বেশে সাজাব, তাদের ডুলিতে করে বাদশার শিবিরে নিয়ে যাব। হুঁ বুঝিছি—বুঝিছি।

পদ্মিনী। মনে থাকে যেন গোরা ঐ পঞ্চাশজন বীর রাজপুত সেনার নেতৃত্ব করতে হবে তোমায় এবং তোমাকেই বাদশার শিবির হতে আমার স্বামীকে মুক্ত করে নিরাপদে চিতোর দুর্গে পৌঁছে দিতে হবে।

[পদ শব্দ শোনা গেল]

গোরা। আমি পারব। নিশ্চয়ই পারব। পদ্মিনী! কে বোধ হয় এই দিকেই আসছে—দেখি! [দেখিয়া]

পদ্মিনী। মহারানা! মহারানা!

[পদ্মিনী, ও গোরা অন্তরালে গমন করিল, মহারানা লক্ষ্মণ সিংহের চিন্তান্বিতভাবে প্রবেশ]

লক্ষ্মণ। স্পর্দ্ধা যবনের পত্র মারফৎ ভীমরানার মুক্তিপন দাবী করেছে পদ্মিনী! শুক যখন পিঞ্জরাবদ্ধ সারীও আপনা হতে গিয়ে তার হাতে ধরা দেবে! অসহ্য! অসহ্য এ ঔদ্ধত্য! আগামীকাল পত্রোত্তর দেবার শেষ দিন! কুক্ষণে ভীমরানাকে অনুমতি দিয়েছিলাম সেই শয়তান চক্রী বাদশাকে নিশুতি রাত্রে একাকী চিতোরগড়ের সম্মুদেশ পর্যন্ত পৌছে দিতে [একটু থেমে পদচারণা করিতে করিতে] ওরে কে আছিস? মুন্সীজীকে একবার ডেকে দে ত! হাঁ আর সেই সঙ্গে গোরাকেও ডেকে দিবি! যুদ্ধ অনিবার্য! আর সেই সঙ্গে সঙ্গে বুঝি এ বংশের শেষও অনিবার্য!

[গোরার প্রবেশ]

গোরা। মহারানা! আমায় স্মরণ করেছেন!

লক্ষ্মণ। কে! গোরা! হাঁ মুন্সীকে ডেকে পাঠিয়েছি কালই পত্র রচনা করে পাঠিয়ে দেবে বাদশাকে—আমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত!

গোরা। মহারানা! যদি অভয় দেন—গোরার একটি নিবেদন ছিল।

লক্ষ্মণ। বল?

গোরা। রাণী পদ্মিনী একটি প্রস্তাব করেছেন?

লক্ষ্মণ। পদ্মিনী!

গোরা। হাঁ মহারানা তিনি বলেছেন বাদশাকে পত্র প্রেরণ করা হোক, পদ্মিনী স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করবেন—

লক্ষ্মণ। [বিস্ময়ে] গোরা!

গোরা। এখনো আমার বক্তব্য শেষ হয়নি মহারানা! রাণী পদ্মিনী নন—পদ্মিনী ও তাঁর ৪৯ জন সহচরীর পরিচয়ে ছদ্মবেশে পঞ্চাশটি ডুলিতে বাছাই করা চিতোরের পঞ্চাশ জন বীর রাজপুত সৈন্য যাবে বাদশার শিবিরে।

লক্ষ্মণ। গোরা! গোরা! বুঝেছি! অপূর্ব্ব! অপূর্ব্ব কৌশল! আশ্চর্য! একবারও একথাটি আমার মনে হয় নি!

[মুন্সীর প্রবেশ]

মুন্সী। মহারানা অধীনকে স্মরণ করেছেন—

লক্ষ্মণ। এই যে মুন্সীজী! হাঁ তোমায় ডেকেছিলাম একটা পত্র রচনা করতে হবে [ভেবে]—না থাক্ এসো! এসো তুমি আমার সঙ্গে! আমি নিজেই করবো পত্র রচনা!

[মহারানা ও মুন্সীর প্রস্থান, গোরারও পশ্চাদ্গমন এমন সময় অন্য দ্বারপথে পদ্মিনী প্রবেশ করিয়া গোরাকে ডাকিল]

পদ্মিনী। গোরা!

গোরা। কে? পদ্মিনী!

পদ্মিনী। অন্তরালে দাঁড়িয়ে আমি সব শুনেছি মহারানা আমার প্রস্তাব তাহলে—

গোরা। সানন্দে গ্রহণ করেছেন।

পদ্মিনী। তাহলে তুমিও প্রস্তুত থেকো গোরা। পরশুই তুমি পঞ্চাশটি ডুলি নিয়ে যাত্রা করবে।

[বাদলের প্রবেশ]

বাদল। দাদা কোথায় যাবে রাণী দিদি?

গোরা। বেশী দূর নয় বাদল, পাঠান শিবিরে।

বাদল। আমিও তোমার সঙ্গে পাঠান শিবিরে যাবো দাদা।

পদ্মিনী। সেকি! না ভাই তুমি যাবে কেন?

বাদল। না রাণী দিদি তুমি আমায় যেতে বারণ করো না।

গোরা। বেশ ভাই তাই হবে। পদ্মিনী! চমৎকার একটা পরিকল্পনা আমার মাথায় এসেছে, আমি বাদলকেও সঙ্গে নেবো।

পদ্মিনী। কি বলছো তুমি গোরা?

গোরা। হাঁ বাদল যাবে—যাও বাদল এবারে শুতে যাও আমিও এবারে যাই পদ্মিনী!

[বাদলের প্রস্থান]

পদ্মিনী। গোরা?

গোরা। আমায় কিছু বলবে পদ্মিনী?

পদ্মিনী। সত্যি জবাব দেবে?

গোরা। নিশ্চয়ই।

পদ্মিনী ঠিক বলছো?

গোরা। কি তুমি বলতে চাও?

পদ্মিনী। আমি বলছিলাম চম্পার কথা

গোরা। চম্পা?

পদ্মিনী। হ্যাঁ সত্যিই কি চম্পাকে ?—

গোরা। না! না—ও নাম ? ও নাম আর উচ্চারণ করো না পদ্মিনী! ভুলতে দাও! আমাকে ভুলতে দাও! দিবারাত্র স্মৃতির বৃশ্চিক দংশনে ক্ষত বিক্ষত! না! না! ও নাম আর নয়, আর নয়!

পদ্মিনী। গোরা! গোরা!

গোরা। তুমি বুঝবে না। বুঝবে না পদ্মিনী স্বপ্নের সৌধ আমার বালুর প্রাসাদের মতই ভেঙ্গে গুড়িয়ে গিয়েছে! সে মরেছে! সে মরেছে!

[দ্রুত স্খলিত পদে গোরার প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[বাদশা আলাউদ্দীনের শিবিরাভ্যন্তর ভীমসিংহ বসিয়া আছেন দু'দিকে প্রহরী]

ভীম। ভুল! ভুল! মহা ভুল করেছি নীচ শয়তান পাঠান বাদশাকে বিশ্বাস করে, মুহূর্ত্তে কোথা হতে কি ঘটে গেল। অন্ধকার বৃক্ষান্তরাল হ'তে সশস্ত্র পাঠান সৈন্যেরা আমায় বন্দী করলে। কেন! কেন বিশ্বাস করেছিলাম যবনকে, চিতোর দুর্গের মধ্যে একাকী পেয়েও কেন শয়তানকে সেরাত্রে হত্যা করিনি! কেন হত্যা করিনি ?

[আলাউদ্দীনের প্রবেশ]

আলা। আদাবরস ভীমরানা! আদাবরস!

ভীম। কে ? ও আলাউদ্দীন!

আলা। আশা করি এখানে এসে ভীমরানার কোন তক্‌লিফ্ হচ্ছে না।

ভীম। না! অসংখ্য ধন্যবাদ!

আলা। অবশ্য এটা আমার যুদ্ধ শিবির, কিন্তু তা বলে এখানে শুধু উষ্ট্র, হস্তী প্রভৃতি যুদ্ধ উপকরণেরই সমাবেশই করা হয় নি—আপনাদের

ন্যায় সম্মানিত অতিথিদের চিত্ত বিনোদনের জন্য হিন্দুস্থান, ইরাণ, তুরাণ, কান্দাহার প্রভৃতি দিগ্ দেশাগত বহু সুন্দরী নর্ত্তকীর প্রচুর সমাবেশও রয়েছে।

ভীম। [ব্যঙ্গ ভরে] অসীম অনুগ্রহ বন্দীর প্রতি বাদশা আলাউদ্দীনের, কোন প্রয়োজন নেই ধন্যবাদ।

আলা। বন্দী! ছিঃ ছিঃ বার বার ঐ কথাটি বলে আমায় লজ্জা দেবেন না ভীমরানা। বলেছিত আমার শিবিরে আপনি বহুমান্য অতিথি।

ভীম। অতিথি! বাদশা আলাউদ্দীনের বাক্যবিন্যাস সত্যই প্রশংসনীয়। বন্ধুত্বের ভাণ করে ছলনার দ্বারা অসহায় একাকী আমায় বন্দী করে—

আলা। বিচক্ষণ জ্ঞানী আপনি ভীমরানা! কূট রাজনীতি যে বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না আশা করি মহামান্য মহারানার চাচাজীর নিশ্চয়ই সেটা অবিদিত নেই। তা'ছাড়া শুনেছি হিন্দু নারী স্বামীর জন্য প্রাণ পর্যন্ত নাকি অবহেলে দিতে পারে—এক্ষেত্রে প্রাণ বলি ত দিতে হবেই না বরং সমগ্র হিন্দুস্থানের একচ্ছত্র বাদশাহের রঙমহালে প্রধানা বেগমের বহু আকাঙ্খিত পদমর্য্যাদা—

ভীম। বাতুল! বাতুল আপনি বাদশা আলাউদ্দীন! জাগ্রত—আপনি স্বপ্ন দেখছেন!

আলা। স্বপ্ন! হাঁ স্বপ্নই আমি দেখি! [অন্যমনস্ক ভাবে স্বগত] দূর চিতোর-কেল্লার উন্মুক্ত ছাদে, অপূর্ব্ব এক মোহিনী নারী, প্রাণ-প্রাচুর্যে ঢল ঢল। দু'টি চক্ষু তাঁর প্রিয় বিরহের বেদনায় অশ্রু আকীর্ণ! এইবার তার প্রতিক্ষার সমাপ্তি! এইবার সে আসবে।—স্বপ্ন নয় আর—স্বপ্ন নয় সত্য!

ভীম। [উচ্চৈঃস্বরে হেসে ওঠে] বাদশা আলাউদ্দীন! রঙীন বেলোয়ারী পাত্রের মতই, বাস্তবের নিষ্ঠুর আঘাতে ও স্বপ্ন তোমার, ভেঙে গুড়িয়ে চুরমার হয়ে যাবে।

আলা। হাঁ যাবে বটে কিন্তু সেটা আমার নয়—ভীমরানা আপনার। মহারাণা স্বয়ং পত্র মারফৎ জানিয়েছেন—আজই রাণী পদ্মিনী তার ঊনপঞ্চাশজন সহচরী সমভিব্যহারে, আমার শিবিরে স্বেচ্ছায় আগমন করছেন।

ভীম। বাদশা!

আলা। হাঁ! হা! পদ্মিনী আসছে।

[দ্বারীর প্রবেশ]

দ্বারী। জাঁহাপনা!

আলা। কি সংবাদ?

দ্বারী। রাণী পদ্মিনী···

আলা। [সোল্লাসে] শোভন আল্লা! সবাইকে সরে যেতে বল! কোন মরদ শিবিরের আশে পাশে থাকবে না! রাণী পদ্মিনী! রাণী পদ্মিনী!

[আলাউদ্দীনের প্রস্থান, দ্বারীও তাহার অনুসরণ করিল।]

ভীম। [স্বগত] একি শুনলাম! পদ্মিনী! পদ্মিনী! পদ্মিনী স্বেচ্ছায় করবে আত্ম সমর্পণ! না! না! এ যে অসম্ভব! এ যে অসম্ভব! কিন্তু বাদশা যা' বলে গেল তা' যদি সত্য হয়!

[ওড়নার দ্বারা আবৃত গোরা ও কেতনলালরূপী চম্পার প্রবেশ]

[পদশব্দে চমকে] কে?

গোরা। চুপ! আমি! [ওড়না উন্মোচন] কালক্ষেপ করবেন না ভীমরানা, জনশূন্য শিবির, চুক্তিমত বাদশাহ কেবল একা পদ্মিনীকে অভ্যর্থনা করবার জন্য তাঁর শিবির মধ্যে অবস্থান করছে। ঊনপঞ্চাশটি

ডুলির মধ্যে চিতোরের বাছা বাছা উনপঞ্চাশ জন সৈনিক নারীবেশে আত্মগোপন করে আছে, একটিমাত্র ডুলি শূন্য—অবিলম্বে সেই ডুলিতে গিযে আপনি বসুন, এই আপনার মুক্তি পত্র…

[বাদশার সাক্ষরিত মুক্তি পত্রটি গোরা ভীমসিংহের হাতে দিল]

ভীম। কিন্তু তুমি--

গোরা। আমি একা নই, বাদলও আমারও সঙ্গে এসেছে, আর এসেছে, এই বীর সৈনিক কেতনলাল। আমাদের জন্য ভাববেন না রানা! আপনাদের ডুলি শিবির সীমানার বহির্দেশে চলে গেলে—আমরা শিবির ত্যাগ করবো।

ভীম। কিন্তু পদ্মিনীর খোঁজে এখুনি হয়ত বাদশা এই কক্ষে আসবে —আর যদি তোমাদের চাতুরী সে ধরে ফেলে তার সে ভয়ঙ্কর রোষবহ্নি হতে কি করে তোমরা আত্মরক্ষা করবে? একবারও সে কথাটা ভেবে দেখেছো কি?

গোরা। বাদশার সৈন্যরা সব শিবির হতে দূরে অবস্থান করছে, একক নিরস্ত্র বাদশাকে অনায়াসে পরাস্ত করে আমরা পলায়ন করতে পারবো। আপনি আর বিলম্ব করবেন না—বিলম্বে হয়ত বিপদ ঘটবে! যান!

ভীম। কিন্তু……

গোরা। ভীমরানা! আমার কথা শুনুন, যান আর দেরী করবেন না। যান চলে।

ভীম। তবে যাই! বিদায় বন্ধু! [প্রস্থান]

গোরা। [কেতনলালের দিকে ফিরে] কেতনলাল, তুমিও যাও, আমার সৈন্য দলে নবাগত হলেও তোমার ওপর কেন জানিনা আমার অসীম প্রত্যয় জন্মেছে। তুমি ভীমরানার পার্শ্বস্থ ডুলিতে আরোহণ করে, তার দেহরক্ষী রূপে তাঁকে নিরাপদে চিতোরে নিয়ে যাবে।

কেতন। আমি, না, না, সেনাপতি, আমার ভিক্ষা অন্তত এই মুহূর্তে

আমাকে আপনার পার্শ্বে থাকতে দিন। এ বিপদের মুহূর্ত্তে আপনাকে ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না—আমায় ও আদেশ দেবেন না।

গোরা। [বিস্ময়ে] সেকি কেতনলাল! আমার পার্শ্বে থাকতে এই সময়ে তোমার এত আগ্রহ কেন?

কেতন। সেনাপতি—

গোরা। না, না, আর বিলম্বের অবকাশ নেই, আমার আদেশ যাও শীঘ্র যাও।

কেতন। আপনার আদেশ। কিন্তু সেনাপতি, একবার আমার মুখের পানে ভালকরে তাকিয়ে দেখুন তো—এই কয়দিনের সহচর্যেও কি আপনি আমায় চিনতে পারেন নি।

গোরা। য়ঁ্যা—কে—চম্পা—-

কেতন। হ্যাঁ আমি চম্পা·········

গোরা। চম্পা···আমার···চম্পা [ধরিতে গেল] ঐ পদধ্বনি সর্ব্বনাশ বাদশা এই দিকে আসছে। শীঘ্র যাও চম্পা; এ জীবনে আর দেখা হবে কিনা জানি না; তবে যাবার আগে শুনে যাও চম্পা। আমি তোমায় সত্যিই ভুল বুঝেছিলাম, এ জীবনে না হোক······জন্মান্তরে আবার আমাদের দেখা হবে. জন্মান্তরে আবার আমরা পরস্পরের সঙ্গে নিশ্চয়ই মিলিত হবো, জন্মান্তরে আমরা দু'জন দুজনকে পাবো---

চম্পা। বলো! বলো প্রিয়তম—পাবো?

গোরা। পাবো হাঁ—সময় হলে আমিই তোমায় কাছে ডেকে নেব। কিন্তু আর বিলম্ব নয় ঐ বোধ হয় বাদশা এসে গেলেন বিদায়—চম্পা—বিদায়— [চম্পার প্রস্থান]

বাদল! বাদল! তুমি এইখানে এমনি অবগুণ্ঠন টেনে বসে থাক। আমি ঐ দ্বার পার্শ্বে আত্মগোপন করে থাকছি। [বাদলের প্রবেশ]

[বাদল অবগুণ্ঠন টেনে বসে থাকে গোরা দ্বার পার্শ্বে আত্মগোপন করে রইল, আলাউদ্দীনের প্রবেশ।]

আলা। শোভন আল্লা! রক্ত গোলাপের খসবু আজ আমার দেহের রক্ত স্রোতের মধ্যে এনেছে যেন রঙ গুলাবেরই রঙিন হিল্লোল। [পদ্মিনীর দিকে এগিয়ে এসে] পদ্মিনী! সত্যই কী তা হলে তুমি দীন বাদশার কুটীরকে ধন্য করতে এসেছো! পিয়ারী আজ হতে তুমি হলে হিন্দুস্থানের বাদশাহের প্রধানা বেগম। হীরা জহরৎ মণি মাণিক্যে সর্ব্বাঙ্গ তোমার ঢেকে দেবো। শত শত দাস দাসী তোমার পরিচর্যায় সর্ব্বদা থাকবে নিযুক্ত শুধু তারাই নয় স্বয়ং আলাউদ্দীনও তোমার ঐ রক্ত চরণে নিশিদিন থাকবে হাজির। খোলো অবগুণ্ঠন খোল অবগুণ্ঠন খোল পদ্মিনী

[আলাউদ্দীন আরো অগ্রসর হইতেই বাদল বিদ্যুৎ গতিতে কটিদেশ হতে শাণিত ছুরিকা বের করে অবগুণ্ঠন উন্মোচিত করে রুখে দাঁড়ায়]

বাদল। পদ্মিনী নয় শয়তান সম্মুখে তোমার যম। আজ মাতৃ অপমানের প্রতিশোধ!

[আলাউদ্দিন ঘটনার আকস্মিকতায় মুহূর্ত্তের জন্য হকচকিয়ে গিয়েছিল কিন্তু পরক্ষণেই কটিদেশ হতে অসি বাহির করিয়া বাদলের আক্রমণকে প্রতিরোধ করে]

আলা! বিশ্বাসঘাতকতা! বেইমান! শার্দ্দুল গহ্বরে এসে জীবন্ত তোদের কাউকে ফিরে যেতে দেবো না।

মত্ত অসি হস্তে গোরার প্রবেশ।

গোরা। জীবন না নিয়ে ফিরতে পারি—নীচ পাঠান তোকেও জীবন্ত রেখে যাবো না।

আলা। [চীৎকারে] রহমৎ! আল্লাবকস! শত্রু! শত্রু!

[রহমৎ, আল্লাবকস ও পাঠান সৈন্যগণের প্রবেশ ও একজন গোরাকে আঘাত করতেই গোরা ভূশয্যা লয়

হাঃ হাঃ হাঃ—রহমৎ! আল্লাবকস! এই মুহূর্তে একশত অশ্বারোহী সৈনিক চিতোর গড়ের দিকে প্রেরণ কর। যেমন করে হোক ভীমসিংহের ডুলি আটক করা চাই! [বলতে বলতে আলাউদ্দীনের একদিকে ও অন্য দিকে অন্য সকলের প্রস্থান]

গোরা। হাঃ হাঃ হাঃ! ভীমসিংহের ডুলি! এতক্ষণ তাঁরা চিতোর গড়ে পৌছে গিয়েছে। ভগবান একলিঙ্গ—[পতন ও মৃত্যু]

[মঞ্চ অন্ধকার হ'য়ে গেল]

তৃতীয় দৃশ্য

চিতোরের মহারানার কক্ষ

[উদভ্রান্তের মত ভীমরানার প্রবেশ দূর হতে রণবাদ্যের ধ্বনি ভেসে আসে]

ভীমসিংহ। [আপন মনে] গোরা নেই, বাদল নেই, আমাকে মুক্ত করতে গিয়ে তারা পাঠানের হাতে প্রাণ দিয়েছে। অষ্টাদশদিন ব্যাপী মহাযুদ্ধ—সমগ্র চিতোর যেন মহাশ্মশানে পরিণত হয়েছে। এখন কি করি—ভগবান! একলিঙ্গ এখন ব'লে দাও প্রভু, এখন কী করি?

[পদ্মিনীর প্রবেশ]

পদ্মিনী। কি হয়েছে প্রভু। কেন এত বিচলিত?

ভীম। কে পদ্মা? মনে পড়ে পদ্মা মাত্র মাসাধিক কাল পূর্ব্বে চিতোর প্রাসাদের এক দর্পনে একটি নারীর ছায়া প্রতিবিম্বিত হয়েছিল? আজ ভীমসিংহের অন্তর দর্পনেও ঠিক তেমনি ছায়া প্রতিবিম্বিত হয়েছে, তবে একটী নয়, দুটী নারীর। একটী তাঁর ম্লানমুখী প্রাণাধিক প্রিয়া আমার পদ্মীনী, অন্যটী তার রোরুদ্যমানা বিদায়প্রার্থী দেশমাতৃকা—একটি প্রাণলক্ষ্মী অন্যটী দেশলক্ষ্মী। এখন তুমিই বলে দাওত পদ্মা এই মহা সঙ্কটে ভীমসিংহ কাকে করবে রক্ষা'—কার প্রাপ্য এই ক্ষুরধার অসি?

পদ্মিনী। এই সামান্য কারণে বিচলিত পদ্মিনীর স্বামী বীরশ্রেষ্ঠ ভীমসিংহ। অসি প্রাপ্য নিশ্চয়ই জননী জন্মভূমির।

ভীম। [বিচলিত কণ্ঠে] পদ্মা?

পদ্মিনী। পদ্মিনী সামান্যা নারী প্রভু। ততোধিক তুচ্ছ তার রূপ। তবু—তবু আজ সত্যই যদি সেই দেশ-জননী চিতোরের মঙ্গলার্থে তার

তুচ্ছ রূপটুকুরই প্রয়োজন হয়ে থাকে—জেনো প্রভু দাসী তার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত দেব।

ভীম। পদ্মিনী! পদ্মিনী!

পদ্মিনী। তুচ্ছ হতভাগিনী পদ্মিনীর এ রূপ স্বামী—এ রূপ নয়! এ রূপ নয় রাজস্থানের অভিশাপ অভিশাপ।

ভীম। অভিশাপ, না! না! ও কথা বলো না পদ্মা! ও কথা বলো না! অভিশপ্ত তোমার ও রূপ নয় সিংহল-নন্দিনী—অভিশপ্ত আমি, অভিশপ্ত ভীমসিংহের এই ভাগ্য—

পদ্মিনী। না প্রভু! অভিশপ্তা আমি অভিশপ্ত আমার এই রূপ! একে আমি রাখবো না। পুড়ে যাক! ভস্ম হয়ে যাক। আমি নিজ হাতে জ্বালিয়ে দেবো এ রূপ! আমি নিজ হাতে জ্বালিয়ে শেষ করে দিয়ে যাবো!

[চঞ্চল পদে প্রস্থান]

ভীম। পদ্মা! পদ্মা!

[কিছুক্ষণের জন্য মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যাবে, করুণ যন্ত্র সঙ্গীত শোনা যাবে। আর সেই সঙ্গে একটা চাপা আর্ত্তস্বর বাতাসে ভেসে আসবে। মঞ্চ ঈষৎ নীলাভ আলোয় স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে উঠবে, এবং ক্রমে সেই চাপা আর্ত্তস্বর আরো স্পষ্ট শোনা যাবে]

নেপথ্যে। ম্যয় ভূখা! ম্যয় ভূখা হুঁ।

ভূখা! ভূখা হু!

[স্বপ্নাচ্ছন্নের মত মহারানা লক্ষ্মণ সিংহের প্রবেশ]

লক্ষ্মণ। কে! কে? কে তোরা কি চাস? কি চাস্?

নেপথ্যে। ম্যয় ভূখা! ম্যয় ভূখা হু!

লক্ষ্মণ। ভূখা! ভূখা! কে? কে ভূখা জবাব দাও! কে এই নিশীথে চিতোরের রাজপ্রাসাদে, আছো উপবাসী। কার এ ক্ষুধার জ্বালা? দেখা দাও! সম্মুখে এসো আমার। মানব মানবী

অপ্সরা কিন্নরী ভূত প্রেত দেব দেবী ! যে হও। সম্মুখে এসো আমার ! দেখা দাও। দেখা দাও।

। দেয়াল গাত্রে ছায়া মূর্তি দেখা গেল চিতোরেশ্বরী ভবানীর গলে, রুধিরাক্তনরমুণ্ডমালা, হাতে খড়্গ।

দেবী। ম্যয় ভূখা হুঁ ! ম্যায় ভূখা হুঁ !

লক্ষ্মণ। কে ! কে তুমি ?

দেবী। ম্যায় ভূখা হুঁ !

লক্ষ্মণ। কিন্তু—কে ! কে তুমি ভূখা !

দেবী। বৎস ! আমি চিতোরেশ্বরী ভবানী।

লক্ষ্মণ। মা ! চিতোরেশ্বরী। মা আমার—অধমের প্রণাম গ্রহণ কর মা ! তুমিই কি তবে মা ডেকেছো তোমার সন্তানকে নিশিদিন অলক্ষ্যে এমনি করে।

দেবী। হাঁ বৎস ! ক্ষুধা ! বড় ক্ষুধা ! রক্ত চাই ! রক্ত তৃষ্ণা !

লক্ষ্মণ। একে একে চিতোরের বীরেরা দিনের পর দিন দীর্ঘ অষ্টাদশ দিবস ধরে তাদের বুকের রক্ত দিয়ে গেল — তাতেও কি মা তোমার ক্ষুধা তোমার রক্ত তৃষ্ণা মিটল না পাষাণী ?

দেবী। আরো ! আরো রক্ত চাই ! চিতোরের রাজ রক্ত চাই !

লক্ষ্মণ। রাজ রক্ত ! মাগো আমার দ্বাদশটি সন্তানের মধ্যে দশজনই তো একের পর এক তাঁদের বুকের রক্ত দিয়ে গেল জননী—তবু কি তোর তৃপ্তি হলো না মা ?

দেবী। আরো ! আরো রাজ রক্ত চাই রাণা ! চাই মহাবলি !

লক্ষ্মণ। আরও রক্ত চাই ! মহাবলি চাই ! মা ! মা ! চিতোরেশ্বরী চিতোরপালিনী ! একি ভয়ঙ্করী রক্ত তৃষ্ণা তোর মা। চিতোরের একে একে সবাই যদি নিঃশেষ হয়ে গেল—তবে ! কে আর তোর চিতোরে রইবে মা ! জবাব দেমা ! জবাব দে !

দেবী। কিছু শুনতে চাই না রানা! এখনও যদি চিতোরের মঙ্গল চাও, বংশের মঙ্গল চাও তো দাও!—আরো রক্ত দাও। চিতোরের শেষ রক্ত বিন্দুটি পর্যন্ত দাও! ম্যয় ভূখা হুঁ!—

[মূর্ত্তি অন্তর্হিত হয়ে গেল]

লক্ষ্মণ। ফেরো, ফেরো জননী! তাই তাই হবে মা! চিতোর দেবে তার শেষ রক্তবিন্দু! তোর ভয়ঙ্করী পিপাসা মিটাবে মা মিটাবে! ফিরে আয় মা—ফিরে আয়!

[মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িলেন এবং দ্রুতপদে মহাদেবীর প্রবেশ একটু পরেই]

মহারাণী। একি মহারানা! ভূ-শয্যায় কেন প্রভু!

লক্ষ্মণ। [জ্ঞান ফিরে পেয়ে] কে? মহাদেবী! কিন্তু তারা! কোথায় গেল! সেই ভয়ঙ্করী বিভীষণা মূর্ত্তি, গলে রুধিরাপ্লুত নরমুণ্ডমালা—সেই রক্তপিপাসা।

মহারাণী। সেকি প্রভু? কে কোথায়? তন্দ্রার ঘোরে তুমি বোধহয় স্বপ্ন দেখছিলে প্রভু!

লক্ষ্মণ। স্বপ্ন! না. না, স্বপ্ন নয় দেবী, স্বপ্ন নয়! আমি জাগ্রত সুস্পষ্ট দেখেছি সেই মূর্ত্তি। হাঁ, জাগ্রতে প্রতিজ্ঞা করেছি চিতোরেশ্বরী ভবানীর কাছে।

মহারাণী। প্রতিজ্ঞা? কী প্রতিজ্ঞা প্রভু!

লক্ষ্মণ। বলছি, বলছি, কে আছিস্ জ্যেষ্ঠ রাজকুমার অরিসিংহ! মহাদেবী, আমি এক অতি নির্ম্মম, অতি ভয়ঙ্কর কার্যে ব্রতী হচ্ছি, তুমি কি পারবে তা দেখতে? না পার স্থানত্যাগ কর দেবী—

মহারাণী। স্থান ত্যাগ করবো কেন প্রভু? যত ভয়ঙ্কর যত নির্মম ব্রতই হোক না তোমার আমিও সে ব্রতে তোমার সঙ্গিনী নিশ্চয়ই হবো! একে একে চোখের সামনে দশদশটি সন্তান আমার বুকের রক্তে চিতোরের মাটি রাঙ্গিয়ে দিয়ে গেল—আর আমি মা পাষাণে বুক বেঁধে

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখলাম। এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলিনি। দশটি হতভাগিনী পুত্রবধূর চোখের জল চিতোরের প্রাসাদে অহর্নিশি ঝরে পড়ছে আমার—আমারই চোখের সামনে, তবু এতটুকু বিচলিত হতে দেখছো আমায়? তবু—তবু তুমি বলবে সাহস আমার নেই?

[অরিসিংহ ও অজয়সিংহের প্রবেশ।]

অরিসিংহ। আমায় স্মরণ করছেন পিতা।

লক্ষ্মণ। কে? অরিসিংহ। অজয়, তুমিও এসেছো, ভালই হলো। [রাণীর দিকে চেয়ে] মহারাণী! আনাও রাজমুকুট।

[মহাদেবী চলে গেলেন]

লক্ষ্মণ। বৎস।

অরি। বলুন পিতা?

[মহাদেবীর রাজমুকুট হস্তে প্রবেশ। লক্ষ্মণ সিংহ মুকুট নিয়ে অরিসিংহের মাথায় পরিয়ে দিলেন মহারাণা।]

ভাগ্যবান। জয়ী বংশধর! দেবতার আদেশ শিরোধার্য করো। আজ হতে চিতোরের মহারাণা তুমি! মহাযুদ্ধে অগ্রণী হও।

মহারাণী। [ব্যাকুল কণ্ঠে] মহারাণা! অরিসিংহ।

লক্ষ্মণ। স্মরণ কর রাণা লক্ষ্মণ পুত্র তোমার সেই প্রতিজ্ঞা।

মহাদেবী। বাপ্পা শিলাদিত্যের কুলবধূ না তুমি? তুমি না দ্বাদশ বীর সন্তানের গর্ভধারিণী মা! পুত্রের কর্তব্য পথে চোখের জলে পিছল করে দিও না। আশীর্বাদ করো পুত্রকে তোমার--

মহারাণী। না! না—আমি পারবো না—

লক্ষ্মণ। পারবে না? পুত্রের বিজয় যাত্রার পথে মা হয়ে আশীর্বাদ দিতে পারবে না? এসো! এগিয়ে এসো দশটি সন্তানের মৃত্যুতেও ত তুমি কাঁদনি দেবী!

[পুত্রের দিকে চেয়ে] বৎস অরিসিংহ ! মায়ের আশীর্ব্বাদ মাথা পেতে নাও বৎস।

অরিসিংহ। আশীর্ব্বাদ কর মা—

[অরিসিংহ মহারাণীর পদতলে বসিল]

মহারাণী। বৎস কালজয়ী জয়ী হও ! মৃত্যুঞ্জয়ী হও ! [প্রস্থান]

নেপথ্যে। জয় মহারানা লক্ষণ সিংহের জয়।

[ভীমসিংহ ও সর্দ্দারগণের প্রবেশ]

লক্ষণ। আসুন ভীমরানা আসুন ! সামন্তসর্দ্দারগণ ! চিতরের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সুহৃদগণ আজ আর মেবারের মহারানা আমি নই ! আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র এই অরিসিংহই আজ হতে মেবারের মহারানা ! বলুন মহারানা অরিসিংহের জয় !

সকলে। মহারানা অরিসিংহের জয় !

লক্ষণ। আসুন ভীমরানা অরিসিংহকে আশীর্ব্বাদ করুন !

[অরিসিংহ ভীমসিংহের পদতলে বসিল]

ভীম। কালজয়ী হও ভাই ! সূর্য্যবংশের অম্লান যশো রাশি তোমা হতে ! দীপ্ত ! দীপ্ততর হউক ! মহারানা আজ যুদ্ধ যাত্রার পূর্ব্বে একটি কর্ত্তব্য শেষ করে যেতে চাই ! সে কর্ত্তব্য, আমাদের পিতা, পিতামহ স্বর্গীয় পূর্ব্ব পুরুষদের প্রতি। জন্মভূমি রক্ষার এই মহাসমরে মেবারের এরাজ বংশ সত্যই যদি নির্ম্মূল হয়ে যায় পরলোকে আমাদের পূর্ব্ব পিতৃপুরুষদের অদেহী আত্মারা এক গণ্ডুষ জলের জন্য বায়ুলোকে হাহাকার করে ফিরবে—এ নিশ্চয়ই কেউ আমরা চাই না।

লক্ষণ। না ! নিশ্চয়ই চাই না ভীমরানা ?

ভীম। রাজস্থানে বাপ্পার বংশ যুগে যুগে যাতে অমর থাকে, তাই আমার ইচ্ছা কুমার অজয় সিংহ নিজের স্ত্রী পুত্র নিয়ে নির্জ্জন কৈলোর দুর্গে আজই গোপনে সুরঙ্গ পথে চলে যাক।

লক্ষণ। বেশ তাই হোক!

অজয়সিংহ। না না—পিতা একাদশ ভাই আমার জন্মভূমি রক্ষার্থে প্রাণ দেবেন, আর আমি—আমি কিনা যাবো স্ত্রীলোকের মত গোপনে সুড়ঙ্গ পথে পালিয়ে কৈলোর দুর্গে! না! না পিতা এ কলঙ্কের ভার আমার মাথায় তুলে দেবেন না?

লক্ষণসিংহ। নিরাশ হয়োনা বৎস। জেনো জন্মভূমির জন্য প্রাণ দেওয়ার গৌরবের চাইতে আবার যদি কোন একদিন জন্মভূমিকে তোমার পরহস্ত হ'তে উদ্ধার করতে সক্ষম হও সে গৌরব কোন অংশেই কম নয়। যাও বৎস! এই মুহূর্ত্তে সপরিবারে কৈলোর দুর্গে যাত্রা কর। [প্রস্থান]

নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি।

লক্ষণ। ওই রণ দামামা বেজে উঠল, এসো মহারানা জন্মভূমিরক্ষায় আত্ম বলিদানে এই মহাসমরে তুমি আমাদের পরিচালিত কর।

সকলে। জয়মহারাণা অরিসিংহের জয়!

[সকলের প্রস্থান। মঞ্চ অন্ধকার হ'য়ে গেল]

চতুর্থ দৃশ্য

[চিতোরেশ্বরী মা ভবানী মন্দিরের সম্মুখ ভাগ— পূজারতা পদ্মিনী। দূরে জহরকুণ্ড দেখা যায়]

পদ্মিনী। মা ভবানী, আর কেন? চিতোরের সমস্ত বীর পুরুষ, একে একে এ মহাসমরে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছে, আশীর্ব্বাদ কর মা—যে রূপের অভিশাপে, রাজস্থানে আজ এ দাবানল জ্বলেছে সেই অভিশপ্ত রূপ যেন অনল মধ্যেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আর সইতে পারি না মা। মুক্তি দে মা এ রূপের অভিশাপ হতে মুক্তি দে!

[চম্পার প্রবেশ]

চম্পা। দেবী—

পদ্মিনী। কে! চম্পা; তুমি এখানে—

চম্পা। একদিন সৈনিকের বেশ ধরে বড় আশা নিয়ে গিয়েছিলাম তাঁরই পাশে দাঁড়িয়ে দেশের জন্য আত্মবলি দেবো বলে। কিন্তু তিনি আমায় সে অনুমতি দিলেন না, আমায় বললেন—ভীমরানার দেহরক্ষী হয়ে চিতোরে ফিরে আসতে। ফিরে এলুম, তিনি বাদলকে নিয়ে দেশের জন্য মৃত্যুবরণ করলেন।

পদ্মিনী। সেত মৃত্যু নয় চম্পা, বীর গোরা,—বীর বাদল মাতৃভূমির পাষাণ বেদীতলে বুকের রক্তে তর্পণ করে গেছে।

চম্পা। কিন্তু তিনি যে আমায় আশ্বাস দিয়েছিলেন— আমাকে তিনি আবার একদিন তাঁর পাশে ডেকে নেবেন। প্রতিদিন তাঁর সমাধিমূলে ফুল ছড়িয়ে দিই, মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদি—ওগো, সময় কি হয় নি আজো—এখনো কি আমায় তোমার কাছে টেনে নেবে না, পাষাণ দেবতা কথা কয় না। শুধু এই অভাগিনীর নিষ্ফল বুকভাঙ্গা কান্না নৈশ সমীরণে হাহাকার করে ফেরে; নিষ্ঠুর দেবতা তবু সাড়া দেয় নি! সাড়া দেয় নি!

পদ্মিনী। চম্পা!

চম্পা। কিন্তু আজ, আজ এতদিনে বুঝি আমার প্রতীক্ষার অবসান, আমি শুনতে পেয়েছি তাঁর ডাক! প্রত্যাদেশ পেয়েছি তাঁর—

পদ্মিনী। প্রত্যাদেশ—?

চম্পা। হাঁ স্পষ্ট শুনলুম, তিনি আমায় যেন ডেকে বললেন, চম্পা চিতোরগড় পাঠান অধিকার করেছে। চিতোরলক্ষ্মীকে সঙ্গে নিয়ে দেবলোকে তুমি চলে এসো। মন্দাকিনী সলিলধৌত, পারিজাতগন্ধী দেবতোরণে আমরা চিতোরের প্রাণ লক্ষ্মীকে বরণ করবার জন্য অপেক্ষা করছি। এসো বিলম্ব কোরো না, চলে এসো।

পদ্মিনী। না আর বিলম্ব নয়। তুমি যাও চম্পা, সমস্ত পুরবাসিনীকে প্রস্তুত করে এই ভবানী মন্দিরপার্শ্বে নিয়ে এসো—[চম্পার প্রস্থান] হ্যাঁ যাবো চিতোর ছেড়ে এবার চলে যাবো। শুধু যাবার পূর্ব্বে যুদ্ধের শেষ সংবাদটুকুর প্রতীক্ষা। সন্ধ্যা সমাগত—নতুন মহারানা অরিসিংহের এখনো পর্যন্ত কোন সংবাদ নেই, চিতোরের শেষ আশার প্রদীপ কুমার অরিসিংহ!—

নেপথ্যে। আল্লা আল্লা হো। [কোলাহল ও রণবাদ্য]

এ কি পাঠানের জয়ধ্বনি! রণ কোলাহল—এত কাছে তবে কি?

[একজন রাজপুত সর্দ্দারের প্রবেশ]

সর্দ্দার। রাণীমা!

পদ্মিনী। কি সংবাদ সর্দ্দার শীঘ্র বল?

সর্দ্দার। রাণীমা! পাঠান সেনারা দুর্গের শেষ দ্বারে, রামপালের প্রায় সন্নিকটে এসে গিয়েছে। হয়ত তারা এই ভবানী মন্দির সংলগ্ন প্রাচীর অনতিবিলম্বে অতিক্রম করবে!

পদ্মিনী। বল! বল! সর্দ্দার—মহারানা অরিসিংহ! আর তার সংবাদ যদি জানো—

সর্দ্দার। জানি না মা। কিছু জানি না! কেবল সূর্য্যাস্তের ঠিক পূর্ব্বে যুদ্ধমান লক্ষ লক্ষ সৈন্যের মাথার উর্দ্ধে সূর্য্যমূর্ত্তি আঁকা চিতোরের রাজপতাকা মাত্র একবার! একবার সূর্য্যালোকে বিদ্যুতের মত শেষ দেখা দেখেছিলাম—তারপর সহসা অগণিত সৈন্য সমুদ্রের মধ্যে কোথায় যে তা হারিয়ে গেল—আর দেখতে পেলাম না। আর দেখতে পেলাম না! জননী আমাদের সমস্ত আশার শেষ!

[আল্লা আল্লা হো ধ্বনি ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল]

ঐ শত্রুর জয়ধ্বনি! আমি যাই ঐ সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণ বলি দিই গে। আত্মরক্ষা করুন জননী! আত্মরক্ষা করুন!

[দ্রুত প্রস্থান]

পদ্মিনী। আত্মরক্ষা! হাঁ আত্মরক্ষা!

[চম্পা ও পুরাঙ্গনাগণের প্রবেশ]

এসো ভগ্নীগণ, রাজপুত নারীর জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত জহরব্রত উদযাপন করি। ঐ ব্রতকুণ্ডে অগ্নি—দেবতা অপেক্ষা করছেন। এসো তাকে আহ্বাণ করি!

[কুণ্ড বেষ্টন করিয়া সকলের অগ্নি স্তব]

জাগো! জাগো জাগো হে বহ্নি শিখা!
হে অগ্নি! হে প্রদীপ্ত ভাস্বর জ্যোতি,
হে পবিত্র! উজ্বল স্বর্ণ কান্তি, জাগো! জাগো জাগো!
জ্যোতির্ম্ময় শিখা! গ্রহণ কর প্রভু দাসীর প্রণাম।
পবিত্র কর জহরব্রত পালনের শুভ মুহূর্ত্ত, হে পাবক
হে স্বাহা, গ্রহণ কর মোদের প্রণাম
সার্থক কর মোদের এ আত্মাহুতি॥

[স্তব শেষে প্রথমে পদ্মিনী, পরে একে একে অন্য সকলে অগ্নিকে প্রণাম করিয়া কুণ্ড মধ্যে আত্মাহুতি দিলেন। সর্ব্বশেষে চম্পা যেমন আত্মাহুতি দিতে যাইতেছিল নেপথ্যে আলাউদ্দীনের স্বর শোনা গেল চম্পা ফিরিয়া দাঁড়াইল]

আলা। অন্বেষণ করো! অন্বেষণ করো সমস্ত চিতোর প্রাসাদ তন্ন তন্ন করে অন্বেষণ করো। যেখানেই লুকিয়ে থাক সে পদ্মিনীকে বন্দিনী করা চাই!

[আলাউদ্দীনের প্রবেশ]

চম্পা। পদ্মিনীকে বন্দিনী করবে এত দুঃসাহস কার?

আলা। একি চম্পা! পদ্মিনী কোথায়?

চম্পা। পদ্মিনীকে আর খুঁজে পাবে না অত্যাচারী বাদশা! সে চলে গেছে ঊর্দ্ধে ওই অমৃতলোকে। ফুলের মত তণু তার স্বেচ্ছায় ভস্মীভূত করেছে সে এই অগ্নিকুণ্ড মধ্যে!

আলা। [বিস্ময়ে] সেকি!

চম্পা। হাঁ। শুধু মহারাণী পদ্মিনীই নন, চিতোরের সমস্ত পুরাঙ্গনা, এই বহ্নি কুণ্ডে আত্মাহুতি দিয়েছেন। বাকী শুধু আমি, এবার আমিও হিন্দুনারীর চিরমুক্তিদাতা চিরআরাধ্য ওই অগ্নি দেবতাকে বরণ করবো।

আলা। না! না চম্পা! তুমি আগুনে ঝাঁপ দিয়ো না। আসমুদ্র হিমাচলব্যাপী এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের ওপর দিয়ে আমার রক্তাক্ত রথ চালিয়ে এসেছি। দিগন্তব্যাপি হাহাকার, আর্তনাদ, অত্যাচারিতের মর্মভেদী ক্রন্দনরোল আমাকে কোনদিন এতটুকু বিচলিত করতে পারে নি। কিন্তু—কিন্তু আজ চিতোরের এই ভয়াবহ অগ্নিকুণ্ডের সামনে দাঁড়িয়ে আমার সর্বাঙ্গ থর থর করে কাঁপছে। একি জ্বালা, একি নিদারুণ মর্ম্ম দাহ, না, না—এ আমি সইতে পারি না—এ আমি সইতে পারি না।

চম্পা। সইতে পার না দিগ্বিজয়ী দিল্লীর সম্রাট! কিন্তু এই ত জ্বালার আরম্ভ। সমগ্র চিতোর তুমি শ্মশান করে দিয়েছ, তোমারি জন্য চিতোরের কুল-লক্ষ্মীরা জীবন্তে অগ্নি সাগরে ঝাঁপ দিয়েছে, তাদের সেই জ্বালা অভিশাপের মত আজীবন তোমায় ভোগ করতে হবে, শয়নে স্বপনে, নিদ্রায়, জাগরণে, এই ভয়াবহ অগ্নি শিখা তোমার ঐ পাঁজরের তলায় দাউ দাউ করে জ্বলবে! অভিশাপ! পদদলিতা লাঞ্ছিতা হিন্দুনারীর অভিশাপ! জ্বল আলাউদ্দীন সমস্ত বাকী জীবন তোমার এই ভয়াবহ স্মৃতির দংশনে জ্বল। আমি যাই—আমি যাই অগ্নিতে আজ হিন্দুনারীর কোন জ্বালা নেই, অগ্নিতে আজ চন্দন স্পর্শ!

আলা। না! না চম্পা! ফেরো! ফেরো—!

চম্পা। ফিরবো! তা আর হয় না দিল্লীশ্বর! চোখের সামনে দাঁড়িয়ে দেখ হিন্দু রাজপুতের কুলবালা কেমন করে হাসতে হাসতে মৃত্যুকে বরণ করে—তবু বিধর্মীর কাছে তার সতীত্ব বিক্রয় করে না!

[চম্পা অগ্নি মধ্যে ঝাঁপ দিল। আলাউদ্দীন ও তাহার অনুচরবর্গ সসম্মানে সেই অগ্নি কুণ্ডকে অভিবাদন করিল]

যবনিকা